কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সহ এক অনন্য পুস্তিকা

মূলঃ

মাননীয় শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন

সদস্য, উচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব

এবং

পর্দা-বেপর্দা সম্পর্কিত ধর্মীয় নির্দেশনা

মূলঃ

মুফতী প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

প্রেসিডেন্ট, উচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব

ভাষান্তরে ঃ

মীজানুর রহমান বিন আবুল হুসাইন (ফেণী)

১৪১৫ হি - ১৯৯৫ ইং

طبعت على نفقة أحد المحسنين غفر الله لـه ولوالديـه ولجميع المسلمين

The Cooperative Offices for Call & Guidance at Al-Badiah & Industrial Area

Under the Supervision of the Ministry of Islamic Affairs Endowment Guidance & Propagation

24932 Riyadh 11456 (Al-Badiah) ☎ 4330470/4330888

☎ (Industrial Area) 4303572 - Fax 4301122 - K.S.A

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সহ এক অনন্য পুস্তিকা

পর্দা

মূলঃ

মাননীয় শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন

সদস্য, উচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব

এবং

পর্দা-বেপর্দা সম্পর্কিত ধর্মীয় নির্দেশনা

মূলঃ

মুফতী প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

প্রেসিডেন্ট, উচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদী আরব

ভাষান্তরে ঃ

মীজানুর রহমান বিন আবুল হুসাইন (ফেণী)

১৪১৫ হি - ১৯৯৫ ইং

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة ، ١٤١٦هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

رسالة في الحجاب/ ترجمة ميزان الرحمن أبو الحسين .

١٢٤ ص ، ١٤ × ٢٠ سم

ردمك ٥ ـ ٢٥ ـ ٧٩٩ ـ ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١ ـ الحجاب والسفور أ ـ أبو الحسين ، ميزان الرحمن (مترجم)

ب ـ العنـــوان

ديوي ٢١٩,١ ١٦/٠٥٢٦

رقم الإيداع : ١٦/٠٥٢٦

ردمك : ٥ ـ ٢٥ ـ ٧٩٩ ـ ٩٩٦٠

অনুবাদকের আরয

আরবী পুস্তিকা 'আল-হিজাব' এর বাংলা অনুবাদ 'পর্দা' মুদ্রিত হওয়াতে আমি আল্লাহর সকল প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। মূল আরবী বইটির রচয়িতা হচ্ছেন মহামান্য শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন। এই বই টিতে সাধারণ মুসলমানদের জন্য পর্দা সম্পর্কে সরল ভাষায় মৌলিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এই পুস্তিকাটিতে পর্দা সম্পর্কীয় জরুরী মাসআলা-মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। এই পুস্তিকাটি দ্বারা যদি সাধারণ মুসলিম ভাই বোনদের পর্দার সঠিক মাসআলা মাসায়েল বুঝতে সহায়ক হয় তবে নিজ শ্রমকে স্বার্থক মনে করব।

মূল আরবী হতে বইটি অনুবাদে ও মুদ্রণে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকতে পারে, এটা মোটেই বিচিত্র নয়। তাই সুধী ও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সৎপরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং ভবিষ্যতে পূণর্মুদ্রণ কালে বিবেচিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

মীজানুর রাহমান বিন আবুল হুসাইন (ফেণী)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সহ এক অনন্য পুস্তিকা

-মাননীয় শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন

সূচী পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১-	পর্দা- শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন	৮
২-	পর্দা-বেপর্দা সম্পর্কিত ধর্মীয় নির্দেশনা- শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায	৯২
৩-	পর্দা কেন? অনুবাদক	১০১

পরম করুণাময় দয়ালু
আল্লাহর নামে শুরু করছি

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীকুল শিরমনী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হিদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সত্য ধর্ম। (আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধান) সহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি রাব্বুল আলামীনের আদেশানুসারে মানব মন্ডলী কে কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ইবাদতের মর্মার্থ বাস্তবায়িত করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং তা আল্লাহর বিধি-বিধানকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানী খেয়ালখুশী চরিতার্থ করার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিহায়াত বিনয়, নম্রতা ও আন্তরিকতার সহিত আল্লাহর আদেশাবলী যথার্থভাবে পালন করা এবং তাঁর নিষেধাবলী

থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মহান রাব্বুল আলামীন ইসলামী মতে নৈতিক চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রেরণ করেন। তিনি যেন উত্তম সদাচরনের দিকে মানবগোষ্ঠীকে আহ্বান এবং অশোভন রীতিনীতি কার্যকলাপ ও নৈতিকতা বিধ্বংসী উপায় উপকরণাদির ভীতি প্রদর্শন করেন। তিনি মানব জাতীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্যে সার্বজনীন সর্বযুগে প্রযোজ্য সর্বদিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ধর্ম (জীবন বিধান) নিয়ে এই ভূমন্ডলে আবির্ভুত হয়েছেন। সুতরাং এখন দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা বা সুষ্ঠতার জন্যে কোন সৃষ্টি বা মানব কর্তৃক প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা ইহা মহাবিজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যিনি বান্দার উপযোগী প্রত্যেক ব্যাপারে সর্ব-জ্ঞাতা ওয়াকেফহাল ও তাদের প্রতি চির স্নেহ-শীল সদা করুণাময়।

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে মহান চরিত্রাবলীর অধিকারী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তন্মধ্যে লজ্জাশীলতা হচ্ছে অন্যতম, যা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নারীর ক্ষেত্রে স্বীয় মান-মর্যদা রক্ষা করতঃ নিজেকে ফিতনা, অশ্লীলতা

ও মানহানিকর যাবতীয় আচরণ থেকে দূরে রাখা তার লজ্জাশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। যা (লজ্জাশীলতা) ইসলামী শরীয়ত ও সামাজিকতার দৃষ্টিতে নারীর জন্যে অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে মুখন্ডল সহ শরীরের আকর্ষনীয় অঙ্গসমূহ আবৃত করতঃ পর্দা পালন করা নারী ব্যক্তিত্বের ও মর্যাদার মৌল উপাদান। কেননা ইহা নির্লজ্জতা পরিহার ও সতীত্ব সংরক্ষণের সর্বোত্তম উপায়। আমাদের এই দেশ (সাউদী আরবে) ওহী ও রিসালতের এবং লজ্জাবোধ ও শালীনতার দেশ, এখানে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত লোক এই বিষয়ে সঠিক পদ্ধতির উপর অবিচল ছিল, রমনীকুল বড় চাদর বোরকা ইত্যাদির দ্বারা আবৃত হয়ে যথার্থ পর্দা অবলম্বন করে ঘর থেকে বের হত। পর পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকত। এখনও সাউদী আরবের অনেক শহরে সেই অবস্থা বহাল রয়েছে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক পর্দা সম্পর্কিত ভিত্তিহীন অশোভনীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং পর্দা করেনা বা পর্দার পক্ষপাতি নয় বা মূখমন্ডলকে খোলা রাখা কোন অপরাধ মনে করেনা এমন লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতকালে পর্দা ও মুখমন্ডল আবৃত রাখার ব্যাপারে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে আদৌ আবৃত রাখার ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অবগত না হয়ে সন্দেহ পোষন করতঃ নানাবিধ

প্রশ্ন উত্থাপন করে পর্দা ওয়াজিব না কি মুস্তাহাব? না দেশপ্রথা ও সামাজিক অনুকরনীয় বিষয় যার উপর ওয়াজিব বা মুস্তাহাব ধরনের কোন হুকুম আরোপ করা যায়। এই বিভ্রান্তিকর উক্তি ও সংশয়-সন্দেহ নিরসন এবং সুস্পষ্ট, গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা বিষয়টির হুকুম ও প্রকৃত তথ্য অবগত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত লিখার মনস্থ করেছি। আল্লাহর রহমতের আশান্বিত হয়ে যে, এর দ্বারা প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাবে। এবং দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত সত্যের অনুসারী, হিদায়াত প্রাপ্ত ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা সত্যকে সত্য উপলব্ধি করে তা অনুসরন করে অনুসরন করে এবং বাতিলকে বাতিল মনে করে তা থেকে দূরে থাকে। আল্লাহই আমাদের তাওফীক দাতা।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! জেনে রাখুন, নারীর জন্যে পর পুরুষের সামনে পর্দা করা এবং মুখমন্ডল আবৃত রাখা ফরয (অপরিহার্য কর্তব্য) তোমার প্রভূর পবিত্র কুরআন, ও তোমার নবীর সহীহ হাদীস এবং ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের অনন্য চেষ্টা সাধনালব্দ সঠিক, নির্ভূল কিয়াস তা প্রমাণ করে।

প্রথমঃ
কুরআনের আলোকে পর্দার অপরিহার্যতা

প্রথম প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ
اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى
عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ
زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

(হে রাসূল!) ঈমানদার মহিলাদের কে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে, তারা যেন

যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য, বেশভূষা ও অলংকার-গয়না প্রকাশ না করে। এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ঝুলিয়ে রাখে। এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকার-ভুক্ত বাদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গুপ্তাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সাজ পোশাক প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারনা না করে, হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সমীপে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম্য হও। (সূরা নূর- ৩১)

উদ্ধৃত এই আয়াত থেকে নারীর পক্ষে পর্দার অপরিহার্যতা নিম্ন প্রণালীতে বুঝা যায়। (১) আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে অবৈধ ও হারাম পন্থায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং ঐ সমস্ত ভূমিকা থেকে দূরে থেকে সতীত্ব সংর-ক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। যা পরিণতিতে ব্যভিচার সংঘ টিত হওয়ার সহায়ক হয়।

সর্বজন অবহিত যে, নারীর জন্যে চেহারা ঢাকা তার সতীত্ব সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম, কারণ নারীর চেহারা খোলা রাখা হলে পর পুরুষ তার দিকে কামুকদৃষ্টিতে চেয়ে তার অঙ্গশ্রী দেখে চোখের দ্বারা যৌনানন্দ উপভোগ

করার সুযোগ পায় এবং তা পরিণামে রমণীর সাথে বাক্যালাপ, পত্রালাপ ও সাক্ষাৎ ইত্যাদি অবৈধ পন্থা অবলম্বনের কারণ হয়ে দাড়ায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

العينان تزنيان وزناهما النظر

(মানুষের) 'দু'টি চক্ষুও যেনা করে, আর চক্ষুদ্বয়ের যেনা হল দৃষ্টিপাত করা' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিশেষে বলেনঃ যেনার সকল স্তর যথাক্রমে অতি ক্রম করতঃ সর্বশেষে গুপ্তাঙ্গ যেনার অতিক্রান্ত স্তর সমূহকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ যৌন মিলনের মাধ্যমে যেনার পরিসমাপ্তি ঘটে, অথবা গুপ্তাঙ্গ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গের যেনা সংঘটিত হয় না। সুতরাং যখন মুখমন্ডল আবৃত রাখা যৌনাঙ্গ হেফাযতের মাধ্যম সাব্যস্ত হল তখন প্রতীয়মান হয় যে, মুখমন্ডল আবৃত রাখা নির্দেশিত। কেননা উদ্দেশ্যের যা হুকুম মাধ্যমের ও সেই হুকুম।

দ্বিতীয় প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"তারা যেন বক্ষদেশে তাদের ওড়না ফেলে রাখে"। 'খুমুরুন' শব্দটি 'খিমার' শব্দের বহুবচন। 'খিমার' অর্থাৎ ঐ কাপড় যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা গলা ও বক্ষ পানি ভরা কুপের ন্যায় আবৃত হয়ে যায়। সুতরাং গলা আবৃত করার নির্দেশের দ্বারা চেহারা আবৃত করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। কেননা, যখন গলা ও বক্ষ পর্দার আওতাধীণ, তাহলে মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অগ্রগণ্য, কারণ নারীর মুখমন্ডল যাবতীয় রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস ও আকর্ষণ। এ কারণে একজন নারীর সমগ্র দেহ অপেক্ষা তার মুখমন্ডল দেখায় নৈতিক বিপর্যয় ঘটার সর্বাধিক আশংকা বিদ্যমান। তাছাড়া লোক সমাজে নারীর সৌন্দর্য তার চেহারার সৌন্দর্যের উপরেই নির্ভর করে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।

এমনকি যখন কথোপকথন চলাকালীন বলে যে, অমুক মহিলা রূপবতী, সুন্দরী, তখন শ্রোতা বিনা দ্বিধায় সে মহিলার চেহারার সৌন্দর্যই বুঝে থাকে এতে প্রমাণিত হয় যে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় খোজ খবরে নারীর চেহারার সৌন্দর্যই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এর পর একটু চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যাবে যে প্রজ্ঞাভিত্তিক ইসলামী শরীয়ত গলা ও বক্ষদেশকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত করে মুখমন্ডলের

ন্যায় ফিৎনা ও বিপর্যয়ের উৎস কে কেমন করে পর্দাবহির্ভুত করে খোলা রাখার অনুমতি দিতে পারে? (না তা কখনও হতে পারে না বরং মুখমন্ডল খোলা রেখে পুরাপুরী পর্দা পালন হতেই পারে না।)

৩- আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য প্রকাশ করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেনঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"এবং তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য ততটুকু ভিন্ন যতটুকু স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে" অর্থাৎ নারীর কোন সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য কোন পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য যে সব সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য আপনা আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদি এগুলো প্রকাশ করা গুনাহ নয়। যা ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "ততটুকু ভিন্ন যতটুকু স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে" তিনি বলেননি যতটুকু তারা প্রকাশ করে, আবারও এ আয়াতেই আল্লাহপাক সৌন্দর্য প্রদর্শন করার নিষিদ্ধতা ঘোষনা করেছেনঃ "এবং তারা যেন তাদের স্বামী (আয়াতে উল্লেখিত মোট বারজন ব্যতিক্রম ভুক্ত লোকদের) ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"।

উক্ত আয়াতে দুই জায়গায় ‘জীনাত’ শব্দ ব্যবহার করে ব্যতিক্রম ভুক্তদের বিধান বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জীনত (সাজ-পোষাক) দুই প্রকার,দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন যথা- প্রথম জীনত যা প্রকাশ মান, অর্থাৎ যে সাজ-পোষাক ইচ্ছাকৃত প্রকাশ করা ব্যতিরেকে এমনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি যা ঢেকে রাখা অসম্ভব। (এগুলো দর্শন করা ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত) দ্বিতীয় জীনত যা অপ্রকাশ মান (গোপনীয়) অর্থাৎ যে সাজের মাধ্যমে নারী নিজেকে সুসজ্জিত করে যা অনিচ্ছাকৃত ভাবে স্বতঃই প্রকাশ পায় না। এই দ্বিতীয় প্রকার জীনত দর্শন করা যদি সবাইর জন্য জায়েজ হত তা হলে প্রথমটাকে সাধারণভাবে জায়েজ এবং দ্বিতীয়টার বেলায় ব্যতিক্রম করার মধ্যে কোন ফায়েদা থাকে না।

৪- আল্লাহ তাআলা নারীর আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য এমন অধিনস্থ পুরুষদের কাছে প্রদর্শন করার অনুমতি প্রদান করেন যারা নির্বোধ যাদের নারী জাতীর প্রতি প্রবৃত্তিগত কোন আগ্রহ ও উৎসুক্যই নেই আর তারা হল দাস সকল যাদের কোন কাম প্রবণতা নেই এবং এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যে এখনও সাবালকত্বে পৌছেনি এবং নারীদের গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আরও দুটি মাসআলা জানা যায়।

(ক) রমনীর আভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জা উল্লেখিত দুই প্রকারের (দাস ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক) পুরুষ ব্যতীত কারো সামনে প্রকাশ করা জায়েজ নয়।

(খ) নিঃসন্দেহে পুরুষ পর নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে ফিৎনায় লিপ্ত তথা অবৈধ পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আশংকায় পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে,নারীর মুখমন্ডল যাবতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক এবং ফিৎনা ও ফাসাদের উৎস। সেহেতু মুখমন্ডল ঢাকা ওয়াজিব, (অবশ্য পালনীয়),যাতে,কোন পুরুষ তার প্রতি তাকিয়ে আসক্ত না হয় বা ফিতনায় লিপ্ত না হয়।

৫- আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

“নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে যার ফলে অলংকারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা (পুরুষের কাছে) প্রকাশ হয়ে পড়ে”। অত্র আয়াতে নারীকে সজোরে পদক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে মহিলার পায়ের অলংকার, বেড়ী, ঝুমুর

ইত্যাদির উপর বেগানা পুরুষ অবহিত হতে না পারে। সুতরাং ফেৎনা সংঘটিত হওয়ার আশংকায় মহিলাকে যখন এ ভাবে চলাফেরা না করতে বলে দেয়া হয়েছে, তখন চিন্তা করুন যে চেহারার ন্যায় বিপদ সংকুলস্থান খোলা রাখা কিভাবে জায়েজ হতে পারে?
লক্ষনীয় যে এ দুটির মধ্যে কোনটি অধিক ফেৎনা সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসাত্বক। রমনীর পায়ের অলংকারের শব্দ? যদ্দারা রমনী যুবতী না বৃদ্ধা, সুশ্রী না কুশ্রী কিছুই অনুভব করা যায় না নাকি রমনীর সৌন্দর্যের প্রতীক উন্মুক্ত চেহারা দর্শন? বিবেক, বুদ্ধি, অনুভুতি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের নিকট অজানা নয় যে, এ দুটির কোন্‌টি ফেৎনা সৃষ্টির কারন হতে পারে এবং কোন্‌টি খোলা না রেখে সম্পূর্ন আবৃত রাখার অগ্রাধিকার রাখে নিঃসন্দেহে সেটি হবে চেহারা। কারণ উক্ত আয়াতে পায়ের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারীর চেহারা প্রদর্শন করানোতো আরও কঠোর এবং সন্দেহাতীত হারাম হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾

"বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখেনা, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্যে দোষ নেই।... তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা"।
(সূরা নূর- ৬০)

আলোচ্য আয়াতে পর্দার অপরিহার্যতা এভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ বলেন বৃদ্ধানারী (বার্ধক্যের কারণে) যার প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না তারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখা অপরাধ নয়। প্রকাশ থাকে যে, বস্ত্র খুলে রাখা মানে উলঙ্গ বা নিরাবরণ হওয়া নয় বরং এখানে বস্ত্র কাপড় বলে ঐ কাপড় বুঝানো হয়েছে যে সব কাপড় দ্বারা হাত মুখমন্ডল ইত্যাদি আবৃত রাখা হয়-

যথা- চাদর, বোরকা ইত্যাদি। এ আয়াতে বস্ত্র খুলে রাখার নির্দেশ শুধুমাত্র বৃদ্ধা নারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে যুবতী নারীর মুখ-মন্ডল বিপদ সংকুলস্থান হওয়ায় তা ঢেকে রাখা জরুরী। যদি বস্ত্র খুলে রাখার হুকুম (নির্দেশ) বৃদ্ধা যুবতী তরুনী সকলের জন্যে অভিন্ন হত তা হলে বৃদ্ধাকে যুবতী থেকে পৃথক করে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আয়াতে বলা হয়েছেঃ

غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ

"অর্থাৎ যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বস্ত্র খুলে রাখে তাদের কোন দোষ নেই"। কিন্তু রমনী যুবতী তরুণী তাদের লাবন্যময় মুখমন্ডল প্রদর্শন করে পুরুষের সামনে অঙ্গ ভঙ্গি ও অভিনয় করতঃ ধৈই ধৈই করে নেচে বেড়ানোর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র পর পুরুষকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করাই হয়ে থাকে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা কদাচিত হয়ে থাকে এবং এর উপর কোন হুকুম হয় না। এতে প্রমাণিত হল যে, বিবাহের আশান্বিতা যুবতী তরুণীর জন্যে মুখমন্ডল সহকারে পরিপূর্ণ পর্দা করা অপরিহার্য (ওয়াজিব)।

তৃতীয় প্রমাণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

"হে নবী! আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরগুলি মস্তক থেকে মুখমন্ডলের নিম্নদিকে ঝুলিয়ে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের কে উত্যক্ত করা হবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল,অসীম দয়ালু,স্নেহশীল"। (সূরা আহ্‌যাব- ৫৯)

এ আয়াতের ব্যাখায় মুফাস্‌সিরকূল শিরমণী সাহাবীয়ে রসূল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মহিলাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা কোন প্রয়োজনে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন যেন জিলবাব তথা চাদর দ্বারা মাথার উপর দিক থেকে নিজেদের মুখমন্ডল ঢেকে বের হয় তবে একটি চোখ খোলা রাখবে। নিঃসন্দেহে সাহা-

বীর তাফসীর দলীল-প্রমাণ। এমনকি কোন কোন আলেমে দ্বীন সাহাবীর তাফসীরকে হাদীসে মারফু'র (উচ্চ ও ত্রুটিমুক্ত হাদীস) সমতুল্য মনে করেন। সাহাবীর তাফসীরে রাস্তা দেখার জন্যেই একটি চোখ খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নিষ্প্রয়োজনে চক্ষু উন্মুক্ত রাখা বৈধ হবে না।

আরবী পরিভাষায় 'জিলবাব' বলতে বড় চাদরকে বুঝানো হয়, যা ওড়নার উপর বোর-কার পরিবর্তে পরিধান করা হয়।

নবীপত্নী উম্মে সাল্‌মা (রাঃ) বলেনঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে আনসারী মহিলাগণ (মদীনা শরীফের স্থায়ী অধিবাসিনী) কালো চাদর পরে অতি ধীর স্থীরতার সহিত গৃহ থেকে বের হতেন। মনে হত যেন তাদের মাথার উপর কাক উপবিষ্ট আছে। সাহাবীয়ে রাসূল আলী (রাঃ) এর শিষ্য আবু উবাইদাহ আস্‌সালমানী, কাতাদাহ প্রমুখ বলেন যে মুমিন লোকদের স্ত্রীগণ মাথার উপর থেকে চাদর এভাবে পরিধান করত যে চলার পথে রাস্তা দেখার জন্যে চক্ষু ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ হত না।

চতুর্থ প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ
وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾

"নারীর জন্যে তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সহধর্মিনী নারী এবং অধিকারভূক্ত দাস দাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে কোন গুনাহ নেই। হে নারীগণ আল্লা-হকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক"। (সূরা আহ্যাব - ৫৫)

ইবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মহিলা গণকে গাইরে মাহ্রাম (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত) সমীপে পর্দা করার নির্দেশ দানের পর এটিও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, আত্মীয় মাহ্রামদের সামনে পর্দা করা ওয়াজিব নহে। যেমন সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত আছেঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

"তারা যেন তাদের স্বামী ছাড়া অন্যের সামনে তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে"।

পরপুরুষের সামনে পর্দার অপরিহার্য তার উপর পবিত্র কুরআন থেকে এই চারটি দলীল পেশ করা হল শুধু প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ের উপর পাঁচটি প্রণালীতে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। (যা আমাদের জন্যে যথেষ্ট।)

দ্বিতীয়ঃ

সুন্নাহ্‌র আলোকে পর্দার অপরিহার্যতা

প্রথম দলীল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم (رواه أحمد)

"তোমাদের যে কেউ কোন নারীর প্রতি বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর তাকে দেখলে কোন গুনাহ্ হবে না"। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে ত্রুটিমুক্ত ও বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উল্লেখিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, বিয়ের প্রস্তাব দাতা যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখে তাহলে গুনাহ হবে না। এতে প্রতীয়মান হল যে, যারা বিয়ের উদ্যোগ না নিয়ে এমনিই দেখে তারাই গুনাহ্গার হবে। অনুরূপ যারা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং মহিলার রূপ লাবন্য দর্শনের স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে দেখে থাকে তারাও পাপাচারীদের দলভূক্ত হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসে মহিলার কোন্ অঙ্গটি দর্শনীয় তা নির্দিষ্ট করা হয়নি হয়ত বক্ষ, হাত, পা ইত্যাদি কোন একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দর্শনও উদ্দেশ্য হতে পারে।

উত্তরঃ সৌন্দর্য ও রূপ অনুরাগী উপলব্ধিকারী প্রস্তাব দাতার পক্ষে পাত্রীর চেহারার সৌন্দর্য দেখাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কারণ চেহারাই হল নারী সৌন্দর্যের প্রতীক। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য চেহারার সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নারীর সৌন্দর্য অন্বেসন কারী প্রস্তাবদাতা নারীর চেহারাই দেখে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (নারীর দর্শনীয় অঙ্গটি চেহারাই হয়ে থাকে)

দ্বিতীয় দলীল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় করার আদেশ প্রদান করলে জনৈকা মহিলা বলে উঠলেন! হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো পরিধান করার মত চাদর-কাপড় নেই (আমরা কিভাবে জনসমাবেশে ঈদের নামায আদায় করতে যাব?) প্রত্যুত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন যার চাদর নেই তাকে যেন অন্য বোন পরার জন্যে চাদর দিয়ে দেয়। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর স্ত্রীগণ কোন অবস্থাতেই চাদর পরিধান না করে গৃহ থেকে বের হতেন না, এমন কি চাদর ব্যতীত গৃহ থেকে বের হওয়াকে অসম্ভব মনে করতেন। এ কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দানের পরও তারা চাদর ছাড়া ঈদগাহে যাওয়াকে সমীচীন মনে করেন নি। তাইতো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরক্ষনে তাদের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে এরশাদ করেন যে, সে যেন তার অন্য বোন থেকে ধার নিয়ে হলেও চাদর পরিধান করতঃ গৃহ থেকে

বের হয়, লক্ষনীয় যে, রাসূল বিনা চাদরে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি। অথচ ঈদ-গাহে গিয়ে নামায আদায় করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ইসলামী শরীয়ত সম্মত বিধান। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামী শরীয়ত সম্মত কাজের জন্যেও চাদর ব্যতীত (পুরাপুরী পর্দা করা ব্যতীত) ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি, তা হলে অনৈসলামী ও অহেতুক শরীয়ত অসম্মত ও অনাবশ্যকীয় বস্তুর জন্যে চাদর ব্যতীত বেপর্দায় যাওয়ার অনুমতি কিভাবে দেওয়া যেতে পারে? নিঃসন্দেহে তা অবৈধ হবে। বরং মহিলার পক্ষে বাজারে মার্কেটে চলাফেরা করা এবং পরপুরুষের সাথে খোলামেলাভাবে ঘুরে বেড়ানো নিষ্প্রয়োজনীয় অহেতুক কাজ যা প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্যে অকল্যাণ কর।

বস্তুতঃ আয়াতে ও হাদীসে চাদর পরিধান করার নির্দেশে এ কথাই প্রমান করে যে নারীর জন্যে মুখমন্ডল সহ পরিপূর্ণ পর্দা করা অপ-রিহার্য। আল্লাহ্‌পাক সর্বাধিক জ্ঞাত।

তৃতীয় দলীল

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ

كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.

"রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামাজে কিছু সংখ্যক মহিলা চাদর পরিহিতা অবস্থায় পরিপূর্ণ পর্দা করতঃ রাসূলের পিছনে নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসতেন। নামাজ শেষে আপন আপন গৃহে ফেরার পথে শেষ রজনীর অন্ধকারে তাদেরকে চেনা যেত না"।

আয়েশা (রাঃ) আরও বলেনঃ আজ মহিলা-দের আচরণ যেভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যদি রাসূলের জীবদ্দশায় তা প্রকাশ পেত, তাহলে রাসূল মহিলা সম্প্রদায়কে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। যেমন ইহুদীরা (বনী ইসরাঈল) তাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। সাহাবীয়ে রাসূল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ও এধর-নের বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখিত হাদীসে দুই পদ্ধতিতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়েছে,

(ক) ইসলামের সর্বোত্তম যুগের সেই সোনালী মানবকুল সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণ যারা আল্লাহ তাআলার নিকটে শিষ্টাচারী,

সদাচারী এবং ঈমানী পরাকাষ্ঠা সহ সৎ কর্মের আদর্শ প্রতীক ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীগণ, পরিপূর্ণ পর্দা করে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। তারাই আমাদের অনুসরনীয় আদর্শ। অনুরূপভাবে তারাও অনুসরনীয় যারা নিষ্টার সাথে সাহাবীগণের অনুসরন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেছেন।
আল্লাহ তাআলা ঘোষনা করেনঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

"যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী ও আন্‌সারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসারী হয়েছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তাঁদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ উদ্যান সমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী। সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। এটাই হল বিরাট সফলতা"। (সূরা তাওবা- ১০০)

যখন ইসলামের স্বর্ণ যুগের সাহাবা পত্নী-গণ চলাফেরায় বেশভুষায় ভদ্রতা-নম্রতায়

ইসলামী কৃষ্টি কাল্‌চারে এভাবে অভ্যস্ত ছিলেন, যারা তাদের পদাংক অনুসরন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়েছেন, তখন তাদের ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলাদের পথ প্রত্যাখ্যান করে আমরা কিভাবে অসভ্যতা ও কুসংস্কৃতির বশ্যতা স্বীকার করবো? যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেনঃ

وَمَنْ
يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

"যাদের নিকট সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধীতা করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে আমি তাকে তাই করতে দেব যা কিছু সে করে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থান"। (সূরা নিসা-১১৫)

(খ) উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ) ও সাহাবীয়ে রাসূল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ও সুক্ষ তত্ত্ববিদ ছিলেন তারা আল্লাহর বান্দাহদের একান্ত হিতাকাঙ্খী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ

সংশয় থাকতে পারে না। এ দুই মহান ব্যক্তিত্ব এ অভিমত পেশ করেন যে, আমরা এ যুগে মহিলাদের যে আচরণ পর্যবেক্ষণ করছি এ দৃশ্য যদি আল্লাহ্‌র রাসূল দেখতেন তাহলে মহিলা সম্প্রদায়কে মসজিদে গমনাগমন থেকে পূর্ণ-ভাবে নিষেধ করতেন, অথচ তাছিল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে। সে সময় মহিলাদের এ ধরনের আচ-রণের ফলে মসজিদে আগমন না করার নির্দেশ প্রদানের উপক্রম হল। এবার চিন্তা করে দেখুন আমাদের যুগ রাসূলের যুগের ১৪শতাব্দী অতিক্রম হওয়ার পর, যে যুগে সর্বক্ষেত্রে চরিত্র হীনতা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা এবং বহুসংখ্যক লোকের ঈমানী দুর্বলতার ব্যাপক পরিস্থিতিতে মহিলাদের জন্যে পর্দার কি ধরনের নির্দেশ হতে পারে?

বস্তুতঃ উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) এর উপলব্ধি যা শরীয়তের দলীলাদি প্রমাণিত করে, তা হচ্ছে, যে সব বিষয় থেকে শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয় উদ্ভূত হয় তাও নিষিদ্ধ (এতে প্রমাণিত হল যে, নারীর মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখা হরাম, যারা এর বিরুদ্ধাচারণ করবে তারা হারামে পতিত হওয়ার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে)

চতুর্থ দলীল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেনঃ

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি অহংকার বশে (পায়ের গোড়ালীর নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে চলবে আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করবেন না"। নবীপত্নী উম্মে সাল্‌মা জিজ্ঞাসা করলেন যে, নারীগণ চাদরের নিম্নাংশ কতটুকু পরিমান ঝুলিয়ে রাখবে? রাসূল বললেন, অর্ধহাত পরি-মাণ। উম্মে সাল্‌মা আবারও প্রশ্ন করলেন এ অবস্থায় মহিলার পা দৃষ্টিগোচর হবে তদুত্তরে রাসূল বললেন তাহলে একহাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে এর অধিক নয়। এ হাদীসে প্রমাণিত হল যে, মহিলার পা আবৃত রাখা ওয়াজিব, যা সাহাবী পত্নীগণের অজানা ছিল না। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহিলার পা দর্শনে যতটুকু ফিৎনার অশংকা রয়েছে তার চাইতে হাত ও মুখ মন্ডল দর্শনে ফিৎনার আশংকা অধিকতর। অতএব পা দর্শন যা ফিৎনার নগন্যতম মাধ্যম, তাতে সতর্কবাণীর ফলে হাত ও মুখমন্ডল দর্শন যা সন্দেহাতীত

অধিকতর ফিৎনাস্থল তার বিধান (হুকুম) সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

আপনারা ভালোভাবে অবগত আছেন যে, প্রজ্ঞা ভিত্তিক সুসম্পূর্ণ নিখুত শরীয়তে মহিলার পা যা ফিৎনার নগন্যতম পন্থা তাতে পর্দার নির্দেশ দিয়ে পক্ষান্তরে হাত ও মুখমন্ডল যা ফিৎনার মূল উৎস তা উন্মুক্ত রাখার অনুমতি প্রদান করবে। তা কস্মিণকালেও হতে পারে না। কেননা ইহা মহাবিজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুসম্পূর্ণ নিখুত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

পঞ্চম দলীল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেনঃ

إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يـؤدي فلتحتجب منه.

"যখন তোমাদের (নারীদের) কারো কাছে মুক্তির জন্যে চুক্তিবদ্ধ কৃতদাস থাকে এবং তার নিকট চুক্তি অনুযায়ী মুক্তিপণ থাকে । তাহলে সে নারী কৃতদাসের সামনে পর্দা করবে"।

(আহমদ, আবু-দাউদ,তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্) ইমাম তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন। উক্ত হাদীসে পর্দার অপরিহার্যতা এভাবে প্রমাণিত হয় যে কৃতদাস যতদিন তার দাসত্বে বা মালিকানায় আবদ্ধ থাকবে। মালিকার জন্যে তার সামনে মুখমন্ডল খোলা রাখা বৈধ হবে। যখন কৃতদাস দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, তখন মালিকার জন্যে সে দাসের সামনে পর্দা করা ওয়াজিব, কারণ এখন সে গাইরে মাহ্রাম পরপুরুষ বলে গণ্য হবে। এতে প্রমাণিত হল যে মহিলার জন্যে পরপুরুষের সামনে পর্দা করা অপরিহার্য।

ষষ্ঠ দলীল

উম্মত জননী আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول ﷺ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه.

"আমরা রাসূলের সাথে এহরাম সজ্জিতা অবস্থায় উষ্ট্রারোহী আমাদের পার্শ্বদিয়ে অতি-ক্রম কালে আমাদের সামনাসামনি বা মুখামুখী

হতে না হতে আমরা মাথার উপর থেকে চাদর টেনে চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিতাম, যখনি তারা আমাদেরকে অতিক্রান্ত করে চলেযেত তখনি আমরা মুখমন্ডল খুলে দিতাম"। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) হাদীসের অংশ, "আমরা মাথা থেকে চাদর টেনে মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে রাখতাম"। এ বাক্যটি চেহারা আবৃত রাখার সুস্পষ্ট দলীল। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেন যখনি আরোহীদল অতিক্রম কালে সামনে এসে যেত তখন আমরা পর্দা করে নিতাম। অথচ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে হজ্জ ও ওমরার এহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাদের জন্যে চেহারা খুলে রাখা ওয়াজিব। আর কোন একটি ওয়াজিব বিধান তার চাইতে প্রবল, শক্তিশালী ওয়াজিব আদায়ের খাতিরেই বর্জন করা যেতে পারে। এজন্যেই যদি পরপুরুষের সামনে পর্দা করা ওয়াজিব না হত। তাহলে তার প্রতিকূলে এহ্‌রাম পরিহিতা অবস্থায় চেহারা খোলার বিধান,যা ওয়াজিব লংঘন করা বৈধ হত না।

সহীহ্ বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, এহ্‌রাম অবস্থায় মহিলার জন্যে নিকাব ও হাত মোজা পরিধান করা নিষিদ্ধ। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে রাসূলের যুগে এহ্‌রাম সজ্জিতা মহিলা ব্যতিরেকে

অন্যান্য মহিলাদের হাত মোজা এবং নিকাব পরিধান করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, হাত এবং চেহারা আবৃত রাখা অপরিহার্য। হাদীস শরীফ থেকে এই ছয়টি দলীল পেশকরা হল। যাতে মহিলাদের জন্যে গাইরে মাহ্‌রামের সামনে পর্দা করা এবং চেহারা আবৃত রাখা ফরজ সাব্যস্ত হল। এর সাথে পবিত্র কুরআন হতে বর্ণিত চারটি প্রমান সহ মোট দশটি প্রমান পেশ করা হল।

তৃতীয়ঃ

ক্বিয়াসের আলোকে পর্দার অপরিহার্যতা

ইসলামী শরীয়ত স্বীকৃত ও ফিকাহ শাস্ত্র-বিদগণের সঠিক চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টা সাধনা হচ্ছে কল্যাণকর বিষয়াদি ও তদীয় উপায় উপকরণাদি যথাযথ বহাল রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, অনুরূপ ভাবে অনিষ্টকর বিষয়াদি ও উহার মাধ্যম সমুহের নিন্দা করা এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা।

বলা বাহুল্য যেসব বিষয়ে শুধু খালেছ কল্যাণই নিহিত রয়েছে কিংবা অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণ প্রবল, সেসব বিষয় ইসলামী শরীয়তে নির্দেশিত, সেটা ওয়াজিব হবে বা মুস্তাহাব হবে। পক্ষান্তরে যেসব বিষয়ে কেবল

অনিষ্টই অনিষ্ট বিদ্যমান বা অকল্যাণ কল্যাণের চাইতে অধিকতর সেসব বিষয় যথাক্রমে প্রথমটি হারাম এবং দ্বিতীয়টি মাক্‌রূহে তান-যীহী হয়ে থাকে।

আলোচ্য মূলনীতির ভিত্তিতে গভীর ভাবে চিন্তা ও গবেষনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, নারীর জন্যে (গাইরে মাহ্‌রাম) পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল খোলা রাখাতে (নৈতিকতা বিধ্বংসী) অনেক ফাসাদ ও অনাচার নিহিত রয়েছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, মুখমন্ডল খোলা রাখাতে কিছু কল্যাণ নিহিত রয়েছে তবে তা অকল্যাণ অনাসৃষ্টি ও ফাসাদের তুলনায় অতি নগন্য। (কাজেই নারীর জন্যে পর পুরুষের সম্মুখে চেহারা খোলা রাখা হারাম এবং তা আবৃত রাখা ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হল।)

পর্দাহীনতার কতিপয় অনিষ্টতা ঃ

(১) ফিৎনা ও অনাচারে পতিত হওয়া।

নারী মুখমন্ডল খোলা রেখে বেপর্দা হলে আপনা আপনি ফিৎনা ও অনাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। কারণ মুখমন্ডল খোলা রেখে চলতে গেলে নারীকে তার মুখ মন্ডলে এমন কিছু বস্তু সামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হয়, যাতে

মুখমন্ডল লাবন্যময়, সুদৃশ্য, সুন্দর, দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও হৃদয়হরণকারী দৃষ্টি গোচর হয়। আর এটি হচ্ছে অনিষ্ট, অনাচার ও ফাসাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

(২) নারীর লজ্জাশীলতা বিলীন হয়ে যাওয়া।

পর্দাহীনতার ন্যায় অসৎ আচরণের কারণে নারীর অন্তর থেকে ক্রমে ক্রমে লজ্জা-শরম বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং নারী প্রকৃতির অন্যতম দাবী। তাইতো কোন এক সময় নারীকে লজ্জাশীলতার ক্ষেত্রে উপমাস্বরূপ বলা হতঃ

অর্থাৎ অমুকতো গৃহ কোনে অবস্থানরত কুমারী রনণীর চাইতেও অধিক লাজুক ও লজ্জাশীল। নারীর জন্যে লজ্জাহীনতা কেবল মাত্র দ্বীন ও ঈমান বিধ্বংসী ও পতনশীল আচরনই নয় বরং তা আল্লাহ যে প্রকৃতির উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতি বিরোধীতা বা স্বভাব ধর্মদ্রোহিতা ও বটে।

(৩) পুরুষ অপ্রীতিকর বিষয়ে জড়িত হয়ে যাওয়া।

বেপর্দা নারীর কারণে পুরুষ ফিৎনা, অনাচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষতঃ যদি মহিলা সুন্দরী রূপশী

হওয়ার সাথে সাথে তোষামোদ প্রিয়া, হাসি ঠাট্রাকারিনী ও কৌতুকী হয় অধিকাংশ বেপর্দা নারীর সাথে এরূপ অশোভন আচরণ সংঘটিত হয়েছে । যেমন প্রবাদ রয়েছেঃ

আঁখি মিলন, এরপর সালাম অনন্তর কালাম, অতএব অঙ্গিকার, সাক্ষাৎ, সঙ্গম শেষ পরিণাম।

বস্তুতঃ মানবের চিরশত্রু শয়তান মানব দেহে রক্তের ন্যায় শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। নারী পুরুষের পারস্পারিক হাসি-ঠাট্রা ও কথাবার্তার মাধ্যমে পুরুষ নারীর প্রতি কিংবা নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে কতই না অমঙ্গল সাধিত হয়েছে যা থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। আল্লাহ আমা-দের সকলকে তা থেকে হেফাজত করুন।

(৪) নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা।

মহিলা যখন অনুধাবন করে যে, সে ও পুরুষের মত চেহারা খোলা রেখে স্বাধীনতার সহিত চলতে পারে। তখন সে পুরুষের সাথে ঘেঁষাঘেষি করে চলা ফেরা করতে লজ্জাবোধ করে না। আর এ ধরনের লজ্জাবিহীন ঘেঁষা-ঘেষি ও মেলা মেশাই হচ্ছে ফিৎনা, ফাসাদ, অনাচার, ব্যাভিচারের সর্ব বৃহৎ কারণ।

একদা মানব জাতির অনন্য নৈতিক মুয়াল্লিম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সল্লাম) মসজিদ থেকে বের হয়ে রাস্তায় মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে মিলে-মিশে চলতে দেখে মহিলা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে অমূল্যবাণী পেশ করেনঃ

إستأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق.

"তোমরা পিছনে সরে যাও রাস্তার মধ্যাংশে চলার তোমাদের অধিকার নেই। তোমরা রাস্তার কিনারায় চলাচল কর"।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা-ল্লাম) এই ঘোষনার পর মহিলাগণ রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে এমন ভাবে চলাফেরা করতেন অনেক সময় তাদের পরিহিত চাদর পাশ্ববর্তী দেয়ালের সাথে লেগে যেত।

উক্ত হাদীসকে আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) (হে রাসূল! মুমিন নারীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে, সূরা নূর-৩১) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) সর্বশেষ মুদ্রিত ফতওয়া গ্রন্থে (২য় খন্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় ফেকাহ ও মাজমূউল ফতওয়ায় ২২তম খন্ডে) মহিলাদের জন্যে পর পুরুষের সামনে

পর্দার অপরিহার্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে বলেনঃ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা নারী সৌন্দর্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ
(ক) প্রকাশ্য সাজ-সজ্জা
(খ) অপ্রকাশ্য সাজ-সজ্জা।

মহিলাদের জন্যে তাদের স্বামী ও মাহ্রাম পুরুষ আপনজন (যাদের পারস্পারিক সাক্ষাতে যৌন কামনা জাগ্রত হয় না, তাদের পার-স্পারিক বিবাহ্ বন্ধন ইসলামী শরীয়ত অবৈধ ঘোষনা করেছে) তারা ব্যতীত পরপুরুষের সামনে প্রকাশমান সাজ-পোষাক প্রকাশ করা জায়েজ আছে। পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তৎকালীন মহিলারা চাদর পরিধান করা ব্যতীত বের হত এবং মহিলাদের হাত ও মুখমন্ডল পুরুষের দৃষ্টিগোচর হত। সে যুগে মহিলাদের জন্যে হাত ও মুখমন্ডল খোলা রাখা জায়েজ হওয়ার কারণে পুরুষদের জন্যে মহিলার হাত ও মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করে নির্দেশ প্রদান করলেনঃ

يَاَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদের কন্যাদের এবং মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজে দের উপর ঝুলিয়ে দেয়"। (সূরা আহ্যাব- ৫৯)
তখনই মহিলা সম্প্রদায় পুরাপুরী পর্দা অবলম্বন করতে লাগল। অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) জিল্‌বাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেনঃ "জিল্‌বাব বলতে চাদরকে বুঝায়"। সাহাবীয়ে রাসূল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) জিলবাবের আকার আকৃতি সম্পর্কে বলেন। জিল্‌বাব মানে চাদর এবং সাধারণ লোক জিলবাব বলতে ইজার বুঝে থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধরণের বড় চাদর যা দ্বারা মস্তক সহ গোটা শরীর আবৃত করা যায়। অতঃপর তিনি বলেন যখন নারী জাতীকে জিলবাব তথা বড় চাদর পরিধান করার নির্দেশ এ জন্যেই দেয়া হল যে, যাতে কেউ তাদেরকে চিনতে না পারে। তাহলে এ উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন নারী মুখমন্ডল আবৃত রাখে। সুতরাং চেহারা এবং হাত সেই সাজ-পোষাকের অন্তর্ভুক্ত যা গাইরে মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে প্রকাশ না করার জন্যে মহিলা সম্প্রদায়কে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হল যে, মাহিলার পরিহিত কাপড় বা চাদরের উপরিভাগ ছাড়া হাত, মুখমন্ডল এবং শরীরের

কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হওয়া কস্মিনকালেও বৈধ হবে না।

উল্লেখিত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সর্বশেষ নির্দে-শের বর্ণনা দিয়েছেন (তা হচ্ছে নারীর সাজ-পোষাকের বাহ্যিক দিক ছাড়া নারী দেহের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন প্রদর্শন অবৈধ) আর মুফাস্‌সিকুল শিরমনী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। (তা হচ্ছে হাত, পা, মুখমন্ডল খোলা রাখা বৈধ) উল্লেখিত বাচনিকদ্বয়ের বিশুদ্ধ বাচনিক মতে নস্‌খ তথা রহিত হওয়ার পূর্বেকার বিধানের পরিপন্থী। বর্তমানে নারীর জন্যে পরপুরুষ সমীপে মুখমন্ডল, হাত, পা প্রকাশ করা বৈধ নয়। বরং কাপড়ের উপরিভাগ বিনে কোন কিছুই প্রকাশ করার অনুমতি নেই। অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বর্ণিত গ্রন্থের ২য় খন্ডের ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় পর্দা সম্পর্কিত মাসআলাটিকে আরও সুস্পষ্ট করে বলেন যে, মহিলার জন্যে হাত, পা ও মুখমন্ডল শুধু মাত্র গাইরে মাহ্‌রাম পুরুষ এবং নারীদের সামনে তা খোলা রাখা ইসলামী শরীয়ত সম্মত।

প্রকাশ থাকে যে, মূলতঃ ইসলামী শরীয়তে পর্দা সম্পর্কিত মাসআলায় দুটি উদ্দেশ্য প্রনি-ধানযোগ্য।

(ক) পুরুষ এবং নারীর মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারিত হওয়া।
(খ) নারীজাতী পর্দার অন্তরালে থাকা।
এটাই হল পর্দা সম্পর্কিত মাসালায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) এর বক্তব্য।

হাম্বলী মাজহাব পন্থী পরবর্তী ফেকাহ শাস্ত্র-বিদগণের দৃষ্টিতে পর্দার অপরিহার্যতা ঃ

আল-মুন্‌তাহা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পুরুষত্বহীন (যার অন্ডকোষ পৃথক করা হয়েছে) এবং লিঙ্গবিহীন পুরুষের জন্যে পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম।

আল-ইক্বনা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পুরুষত্বহীন, নপুংসক পুরুষের জন্যে নারী দর্শন হারাম। এ কিতাবে অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, স্বাধীনা পর নারীর প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করা এমনকি মহিলার চুলের প্রতি নজর করাও হারাম।

আদ-দলীল গ্রন্থের মতন অর্থাৎ মূল পাঠে উল্লেখ আছে

অর্থাৎ দৃষ্টিপাত আট প্রকার। প্রথম প্রকার হলঃ সাবালক যুবকের জন্যে (যদিও সে লিঙ্গ কর্তিত হোক) স্বাধীনা সাবালিকা পর নারীর প্রতি বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা হারাম।

এমনকি রমনীর মাথার কৃত্রিম বা মেকী চুলের প্রতিও তাকানো জায়েজ নয়।

শাফে'য়ী মাজহাবালম্বী ফেক্বাহ শাস্ত্রবিদ গণের পর্দা সম্পর্কিত অভিমত।

যদি রমনীর প্রতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্টিপাত কামভাব সহকারে হয়ে থাকে কিংবা এর মাধ্যমে ফেৎনা সৃষ্টির আশংকা থাকে। তাহলে উভয় অবস্থায় তাদের ঐক্যমতে দৃষ্টিপাত করা নিশ্চিত হারাম।
আর যদি দৃষ্টিপাত কামভাব সহকারে না হয় এবং এতে ফেৎনা সৃষ্টির আশংকাও না থাকে এ ক্ষেত্রে শাফে'য়ী মাজ্‌হাবপন্থী ফিকাহবিদগণ দুইটি অভিমত পেশ করেন। শারহুল ইক্বনা' গ্রন্থের প্রণেতা এই অভিমতদ্বয় উল্লেখ করে বলেন, ত্রুটিমুক্ত বিশুদ্ধ মতটি হলঃ এ ধরনের দৃষ্টিপাত করা হারাম। তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-মিনহাজ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, রমনীর জন্যে মুখমন্ডল খোলা রেখে বের হওয়া মুসলিমদের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ। সে গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, মুসলিম শাসকবৃন্দের ইসলামী ও ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে, মহিলা সম্প্রদায়ের প্রতি মুখমন্ডল খোলা রেখে বের হওয়ার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। কারণ ফেৎনা

সৃষ্টি ও যৌন উত্তেজনার মূলে দর্শনই দায়ী। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ঘোষনা করেনঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

"মুমিনদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে"। (সূরা নূর- ৩০)

প্রজ্ঞাভিত্তিক ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে ফিৎনা, ফাসাদ, অনাচার, ব্যভিচার যাবতীয় অবাধ্যতার ছিদ্রপথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া।

মুন্‌তাকাল আখবার গ্রন্থের ব্যাখ্যা নাইলুল আওতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নারীর জন্যে মুখমন্ডল খোলা রেখে বেপর্দা হয়ে বের হওয়া বিশেষত পাপীষ্ঠদের সম্মুখে তা ইসলাম পন্থী-দের ঐক্যমতে নিশ্চিত হারাম।

নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখার পক্ষাবলম্বী-দের কতিপয় যুক্তি ঃ

আমার জানামতে যারা নারীর হাত ও মুখমন্ডলকে ইসলামী পর্দা বহির্ভূত মনে করে তা খোলা রাখা এবং তার প্রতি পর পুরুষের দৃষ্টিপাত করা জায়েজ বলে মত পোষন করে (পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তাদের কোন দলীল নেই) তারা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি পেশ করতে পারে।

(১) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে"। (সূরা নূর, ৩১) কারণ সাহাবীয়ে রাসূল মুফাস্‌সির কূল শিরমনী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) "মা জ্বাহারা মিনহা" (যা সাধারণতঃ প্রকাশ হয়ে পড়ে।) আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন। এখানে নারীর হাত, আংটি এবং মুখমন্ডল বুঝানো হয়েছে। (কেননা কোন নারী প্রয়োজন বশতঃ বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলা-ফেরা ও লেন-দেনের সময় মুখমন্ডল ও হাত আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়) এই তাফসীর ইমাম আ'মাশ সাঈদ বিন যুবাইরের মধ্যস্থতায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সাহবীর তাফসীর শরীয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে গৃহীত।

(২) ইমাম আবু-দাউদ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানে আবু-দাউদ শরীফে উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা পেশ করেন যে, একদা সাহা-বীয়ে রাসূল আবু-বকর (রাঃ) তনয়া আস্‌মা (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসূলু-ল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমীপে উপস্থিত হলে রাসূল চেহারা মুবারক অপর

দিকে ফিরিয়ে হাত ও মুখমন্ডলের প্রতি ইংগিত করতঃ আস্‌মাকে লক্ষ্য করে বললেন যে,* হে আস্‌মা! যখন কোন মেয়ে সাবালিকা হয়, তখন তার মুখমন্ডল ও হাত ব্যতিরেকে শরীরের কোন অংশই দৃষ্টি গোচর হওয়া উচিত নয়।

(৩) বুখারী শরীফে বর্ণিত সাহাবীয়ে রাসূল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের সময় তাঁর ভ্রাতা ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) রাসূলের সাথে সওয়ারীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন, ইতিমধ্যে খুস্‌আম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলের সমীপে উপস্থিত হলে আব্বাস (রাঃ) তনয় ফজল মহিলার প্রতি তাকাচ্ছিলেন এবং মহিলাও ফজলের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করছিল তখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজল ইবনে আব্বাসের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহিলাটির মুখমন্ডল খোলা ছিল।

(৪) সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সাহাবীয়ে রাসূল জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক লোকদের নিয়ে ঈদের নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাজ শেষ করে লোকদেরকে আখেরাত সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করতঃ

মাহিলাদের সম্মুখে পদার্পন করে হৃদয়গ্রাহী উপদেশবাণী পেশ করেন এবং বলেনঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর পথে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দান-দক্ষিনা কর কেননা তোমরাই (মহিলারাই) অধিক হারে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। তখন তাদের থেকে কৃষ্ণ বর্ণের চেহারা বিশিষ্টা জনৈকা মহিলা দাঁড়িয়ে বললেনঃ...................... (আল-হাদীস)

এতে বুঝা গেল যে মহিলাটির চেহারা খোলা ছিল, আবৃত ছিল না। নতুবা জাবের (রাঃ) কি ভাবে জানতে পারলেন যে মহিলাটির চেহারা কালো বর্ণের ছিল। আমার জ্ঞাতানুসারে এ গুটি কয়েকটি দলীল যদ্ধারা মহিলাদের জন্যে পর পুরুষের সম্মুখে চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ব্যাপারে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

উল্লেখিত দলীলাদির জওয়াব।

কিন্তু (নারীর হাত ও মুখমন্ডল খোলা রাখার বৈধতা প্রমাণকারী) এই দলীল চতুষ্টয় পূর্বে বর্ণিত হাত ও মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত করে তা আবৃত রাখা অপরিহার্যতার প্রমাণ পঞ্জীর পরিপন্থী নয়, আর তা দুইটি কারণেঃ

(ক) নারীর চেহারা আবৃত রাখার প্রমাণাদিতে একটি স্বতন্ত্র ও নতুন নির্দেশ নিহিত

আছে, পক্ষান্তরে চেহারা খোলা রাখার দলীলা-দিতে মৌলিক নির্দেশ রয়েছে, তা হচ্ছে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ব্যাপক প্রচলন।

উসূল শাস্ত্রবিদগণের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে, সাধারণ অবস্থার বিপরীত ও নতুন দলীলকে প্রাধান্য দেওয়া। কেননা সাধারণ অবস্থার পরি-বর্তিত বা নতুন কোন দলীল না পেলে তা বহাল রাখা যাবে। আর যখন সাধারণ অবস্থার অতিরিক্ত বা কোন নতুন নির্দেশের দলীল উপস্থিত হবে, তখনই সাধারণ অবস্থাকে বহাল না রেখে নতুন নির্দেশের মাধ্যমে হুকুম পরি-বর্তন করা হবে।

যেহেতু প্রত্যেক বস্তু তার স্বস্থানে বহাল থাকাকে আসল বলা হয়, সেহেতু যখনই আসলের পরিবর্তনকারী কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে, তখনই প্রতীয়মান হবে যে, বস্তুর আসলের উপর অন্য আরেকটি (হুকুম) নির্দেশ আরোপিত হয়েছে। এবং তার পূর্বেকার নির্দেশের পরিবর্তন ঘটেছে। এ জন্যেই আমরা বলে থাকি যে নতুন নির্দেশের দলীল উপ-স্থাপনে অতিরিক্ত জ্ঞান যোগ হয়।
অর্থাৎ প্রাথমিক এবং সাধারণ অবস্থার পরিব-র্তন ঘটেছে এবং নারীর চেহারা আবৃত রাখা ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই নেতিবাচক

হুকুমটির উপর ইতিবাচক হুকুমটির প্রাধান্য অর্জিত হবে।

এটি উল্লেখিত দলীলাদির সংক্ষিপ্ত জওয়াব। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, উভয় পক্ষের প্রমানপঞ্জী মাসআলা সাব্যস্ত করার দিক দিয়ে পরস্পর সমমর্যাদা সম্পন্ন, তাহলেও ইতিবাচককে নেতিবাচকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই মৌলনীতির দৃষ্টিতে নারীর মুখমন্ডল আবৃত রাখা অপরিহার্যতার প্রমানপঞ্জী অগ্রাধিকার লাভ করবে।

(খ) আমরা যখন নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার দলীলাদি নিয়ে গভীর গবেষনা করি তখন এই বাস্তবতা ফুটে উঠে যে, এই বৈধতার দলীলাদি চেহারা খোলা রাখার অবৈধতার প্রমাণাদির সমতুল্য নয়। বিস্তারিত বিবরণ প্রতিটি দলীলের পৃথক পৃথক জওয়াবের মাধ্যমে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ।

(১) সাহাবীয়ে রাসূল মুফাস্‌সির কুল শিরমনী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত তাফ-সীরের তিনটি জওয়াব।

(ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাই-মিয়াহ্‌র উক্তি বর্ণনার স্থলে উল্লেখ হয়েছে।

(২) হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য হল ঐ সৌন্দর্য বর্ণনা করা যা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। যেমন

আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) যেই তাফসীর উল্লেখ করেছেন তাতেও আমাদের পক্ষ হতে উপরোক্ত জওয়াবদ্বয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যা কুরআন ভিত্তিক তৃতীয় প্রমানে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) যদি আমাদের উল্লেখিত দুই জবাব মানতে তাদের আপত্তি থাকে। তাহলে তৃতীয় জওয়াব হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীর কেবলমাত্র তখনই দলীল প্রমাণ হতে পারে যখন তার তাফসীরের প্রতিকূলে অন্য সাহাবীর কোন বক্তব্য বিদ্যমান না থাকে। নতুবা পারস্পারিক প্রতিদ্বন্ধী দলীলাদির যেটি অন্যান্য দলীলের মধ্যস্থতায় প্রবল এবং প্রাধান্যযোগ্য সাব্যস্থ হবে সে দলীল দ্বারা প্রমাণিত উক্তির উপরই আমল করা যাবে। আমাদের বিতর্কিত মাসআলায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীরের প্রতিকূলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফাসীর ও বিদ্যমান। তিনি বলেনঃ (ততটুকু ভিন্ন যতটুকু এমনিই প্রকাশ পায়) বাক্যে উপরের কাপড় যেমন বোরকা, চাদর ইত্যাদিকে পর্দার বিধানের ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সর্বাবস্থায় প্রকাশিত হয়ে যায়, যা আবৃত করা সম্ভবপর নয়।

এ ক্ষেত্রে আমাদের করনীয় কর্তব্য হচ্ছে। রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবীদ্বয়ের তাফসীরের মধ্যে

কোন তাফসীরটি প্রবল এবং প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তা দলীল ভিত্তিক যাচাই করা এবং প্রবল ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তাফসীর অনুসারে আমল করা।

(২) উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি দুই কারণে দুর্বল সাব্যস্ত হয়।

(ক) খালেদ বিন দুরাইক যেই হাদীস বর্ণনা-কারীর মধ্যস্থতায় আয়েশা (রাঃ) থেকে হাদীস-টি বর্ণনা করেছেন, খালেদ সেই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি, কাজেই হাদীসটি (হাদী-সে মুনকাতা) সনদ কর্তিত হাদীস প্রমাণিত হল। যেমন ইমাম আবু-দউদ (রঃ) হাদীস-টিকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করে বলেন যে, খালেদ ইবনে দুরাইক আয়েশা (রাঃ) হতে সরাসরী হাদীসটি শুনেছেন বলে এরূপ কোন প্রমাণ নেই। এ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার এ কারণটি আবু-হাতেম রাজী (রঃ) ও বর্ণনা করেছেন।

(খ) এ হাদীসের সনদ তথা হাদীস বর্ণনা-কারীদের ধারাবাহিক তালিকায় সাঈদ বিন বশীর আল-বসরী (পরবর্তীতে সিরিয়ার রাজ-ধানী দামেশ্‌কের অধিবাসী) নামের এক ব্যক্তি পাওয়া যায়। ইবনে মাহ্‌দী তাকে অনুপযুক্ত মনে করে পরিত্যাগ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে মাঈন ইবনে মাদীনী এবং ইমাম নাসায়ী প্রমুখ অনুসরনযোগ্য মুহাদ্দেসীনে কেরামগণ

তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই হাদীসটি দুর্বল। এবং তা আমাদের বর্ণিত পর্দার অপরিহর্যতা সম্পর্কিত বিশুদ্ধ হাদীস সমুহের মুকাবালা করতে পারবে না।

তাছাড়া আসমা বিনতে আবু-বকর (রাঃ) এর বয়স হিজরতের সময় সাতাশ বৎসর ছিল, এই বয়স্কা নারী রাসূলের সমীপে এমন পাতলা বস্ত্র পরিধান করে যাবে যাতে তার হাত ও চেহারা ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃ-তিও প্রকাশ পাবে এটা সুস্থ্য বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হাদীসটি বিশুদ্ধ, তাহলে বলা যাবে আসমা সম্পর্কিত ঘটনাটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘটেছে। আর পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়ে পূর্বেকার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কাজেই পরবর্তী বিধান তথা পর্দার অপরিহার্যতার বিধান অগ্রগণ্য এবং করনীয় ও পালনীয় হবে।

(৩) মুফাস্সির কুল শিরমনী সাহাবীয়ে রাসূল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জওয়াব হল এই যে, সে হাদীসে পর নারীর মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজল ইবনে আব্বাসের এই কর্ম অর্থাৎ তাঁর নিকট আগমন

কারিনী নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার উপর সম্মতি প্রকাশ করেন নি বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম নববী (রঃ) সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত মাসআলা সমূহের মধ্যে ইটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা যে, পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম।

হাফেজ ইবনে হাজার আসক্কালানী (রঃ) সহীহ বুখারী শরীফের শ্রেষ্টতম ভাষ্য ফাতহুলবারী গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা হল যে, পর নারীর দর্শন ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং এমতাবস্থায় দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব। কাজী আয়াজ (রঃ) বলেন- কতক লোকের ধারনা যে, যখন পর নারী দর্শনে ফিৎনা অনাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে তখনই (পুরুষের জন্যে) দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব। (এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্বাস তনয় ফজলের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি। আর ফিৎনা অনাচারে পতিত হওয়ার আশংকা না থাকলে পর নারী দর্শন জায়েজ। কিন্তু আমার মতে কোন কোন বর্ণনা অনুপাতে রাসূল যে ফজলের চেহারা ঢেকে দিয়েছেন, তার

(রাসূলের) এ কার্যটি (বাস্তব ক্ষেত্রে) মৌখিক নিষেধাজ্ঞার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (কাজে-ই পরনারী দর্শনে ফিৎনা অনাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থাতে পর নারী দর্শন হারাম এবং দৃষ্টি নত রাখা ওয়াজিব।)

প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোলা চেহারা বিশিষ্ট আগমন-কারীনী মহিলাটিকে পর্দাবলম্বন করার নির্দেশ দেননি কেন?

উত্তর হল এই যে ঃ-

* সে মহিলাটি এহরাম অবস্থায় ছিল, আর এহরাম অবস্থায় মাহিলার প্রতি ইসলামের বিধান হল পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর নাহলে (মহিলার জন্যে) চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব।

* এটাও সম্ভাবনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তীতে সে মহিলা টিকেচেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। কেননা, হাদীস বর্ণনা কারীর এই পর্দার নির্দেশ উল্লেখ না করার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে মহিলাটিকে মুখমন্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি। কারণ কোন কথা বা বিধান বর্ণিত না হওয়াতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, কথা বা বিধানটি অস্তিত্বশূন্য।

সহীহ মুসলিম ও আবু-দাউদ শরীফে সাহাবীয়ে রাসূল জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই আকস্মাৎ কোন পর নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। (হাদীস বর্ণনাকারী সন্দেহ পোষন করে বলেন) অথবা জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজলী (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে পর নারী দর্শন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

(৪) সাহাবীয়ে রাসূল জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জওয়াব হলঃ

* উল্লেখিত হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, রাসূলের ঈদের নামাজ শেষে মহিলাদেরকে উপদেশ দান করা সম্পর্কিত ঘটনাটি কত সালে ঘটেছিল।

* হয়ত কৃষ্ণবর্ণের মুখমন্ডল বিশিষ্টা মহিলাটি ঐ সমস্ত বৃদ্ধা মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (বার্ধক্যের কারণে) যাদের সাথে বিবাহ বন্ধ-নের আশা করা যায় না। এমন মহিলাদের জন্যে তাদের চেহারা খোলা রাখা জয়েজ। এই বৃদ্ধা মহিলার বিধান দ্বারা অন্যান্য মহিলাদের উপর থেকে পর্দার অপরিহার্যতা বিয়োগ হয় না। (বৃদ্ধা মহিলা ব্যতিরেকে অন্যান্য

মহিলাদের উপর পর্দার অপরিহার্যতা সম্পূর্ণ বহাল থাকবে। পর্দা লংঘন করা হারাম)
* হয়ত এ ঘটনাটি পর্দার বিধান সংক্রান্ত আয়াত অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। কেননা (পর্দার বিধানাবলী বর্ণিত) সূরা আল-আহ্‌যাব, ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরী সনে অবতীর্ণ হয়েছে। আর ঈদের নামাজ ২য় হিজরী সনে প্রবর্তিত হয়েছে। (যেহেতু ঘটনাটি কত সনে ঘটেছে হাদীসে উল্লেখ নেই। সেহেতু সম্ভাবনা মূলক ঘটনাটি পর্দার আয়াত অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা হলে তার দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, মহিলার জন্যে পর পুরুষের সম্মুখে চেহারা খোলা রাখা বৈধ। কাজেই মহিলার জন্যে চেহারা আবৃত করত পুরাপুরী পর্দা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য (ওয়াজিব)।

প্রকাশ থাকে যে, এই পর্দা সম্পর্কিত মাস-আলা বিস্তারিত আলোচনা করার কারণ হলঃ-
* সাধারণ মানুষের জন্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মাসআলাটি সম্পর্কে ইসলামী শরী-য়তের বিধান জানা অত্যাবশ্যক।
* এবং এমন কতক লোক পর্দা সম্পর্কিত মাসআলার উপর কলম ধরে বহু গ্রন্থ রচনা করেছে, যারা পর্দাহীনতা ও নগ্নতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। (যার ফলশ্রুতিতে যেখানে সেখানে যখন তখন যেনা, ব্যভিচার নারী ধর্ষণ সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত পর্দাহীনতার কারণে

বিশ্বের বিভিন্ন অংশ যৌন অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে আছে। কিশোরী, তরুণী ও যুবতী যথায় তথায় ধর্ষিতা হয়ে হাসপাতাল অথবা আদালতের শরনাপন্ন হওয়ার ঘটনাবলী এবং তাদের করুণ আর্তচিৎকারের ভাষায় আজ দেশের পত্র পত্রিকার পাতাগুলো কলুষিত হওয়া এর জলন্ত প্রমাণ)

পর্দাহীনতার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ে গভীর চিন্তা গবেষনা ও যথাযথ তাহক্বীক বা তদন্ত করে নি। অথচ চিন্তাবিদ, গবেষক ও তদন্তকারীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছেঃ
ইনসাফ ও সমতা ভিত্তিক আচরণ করা এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগত হয়ে বিষয়ের গভীরে পৌছা ব্যতীত(পর্দা সম্পর্কিত) এধরনের বিষয়ে উক্তি, যুক্তি পেশ করা থেকে সম্পপূর্ণ ভাবে বিরত থাকা।

অভিজ্ঞ পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের করনীয় হচ্ছেঃ (বিভিন্ন) প্রমাণাদি ন্যায় পরায়ন প্রধান বিচার-পতির ন্যায় ইনসাফ ও সমতা ভিত্তিক যাচাই করা। এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি ব্যতিরেকে কোন এক পক্ষকে প্রাধান্য না দেওয়া। বরং প্রতিটি দৃষ্টি কোন থেকে গভীর চিন্তা গবেষনা করে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার অবিরাম চেষ্টা করা। এমন হওয়া সমীচীন নয় যে, তার মনোপূতঃ মতবাদকে (যদিও নির্ভুল প্রমাণাদির

দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য না হয়) সাব্যস্ত করার জন্যে ভিত্তিহীন যুক্তি দিয়ে অতিরঞ্জিত করে স্বপক্ষের দলীলাদিকে প্রবল ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য আর বিপক্ষের দলীলাদিকে অকারণে দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য বলে ধারনা করে নিতে পারে। এ জন্যেই অনুসরনযোগ্য উলামায়ে কেরাম বলেনঃ ইসলামী আক্বীদা তথা সঠিক ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার পূর্বে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রমাণপঞ্জী কে গভীর চিন্তা গবেষনা তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা যাচাই করে নিতে হবে যে, সে গুলো গ্রহণযোগ্য কি না। যাতে দলীলটি বিশ্বাসের অনুগত না হয়ে তার বিশ্বাসটি দলীলের অনুগত হয়। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য দলীলাদির ভিত্তিতে আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করবে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে তা টিকিয়ে রাখার জন্যে দলীল অনুসন্ধান করবে না। কেননা, যারা প্রমাণাদির ভ্রুক্ষেপ না করে আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়, তারা স্বীয় আক্বীদার পরিপন্থী দলীলাদিকে সাধারণতঃ প্রত্যাহার করে থাকে। যদি তা সম্ভব না হয়। তখন প্রতিদ্বন্ধী দলীলাদির অর্থ বিকৃত করতঃ অপব্যাখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করেনা।

আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করার পর তা টিকিয়ে রাখার জন্যে দলীলাদি অনুসন্ধান করার অনিষ্ট সমূহ আমরা সকলই প্রত্যক্ষ করে

থাকি যে, কিভাবে তারা দুর্বল হাদীসকে লৌকিকতা সূলভ প্রবল এবং বিশুদ্ধ হাদীস বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অথবা দলীলাদির মূল পাঠের এমন অর্থ করার প্রচেষ্টা করে যা দলীলাদি থেকে মোটেই বুঝা যায় না। কিন্তু তারা একমাত্র তাদের (ভ্রান্ত) মতবাদকে সাব্যস্ত এবং প্রমাণ করার জন্যে এসব কর্মকান্ড করে থাকে।

(সশ্রদ্ধ গ্রন্থকার বলেন) সম্প্রতি আমি এক প্রবন্ধকারের পর্দা ওয়াজিব না হওয়ার উপর লিখিত একটি প্রবন্ধ অধ্যায়ন করেছি। তাতে সুনানে আবু-দাউদ শরীফে বর্ণিত উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত সাহাবীয়ে রাসূল ইসলামের সর্বপ্রথম খলীফা আবু-বকর (রাঃ) তনয়া আসমা (রাঃ) পাতলা বস্ত্র পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি ওয়াসাল্লাম) সমীপে আগমন করা এবং রসূল তাকে লক্ষ্য করে এ নির্দেশ প্রদান করা যে, হে আসমা! যখন কোন মেয়ে সাবালিকা হয় তখন তার শরীরের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। শুধু মাত্র মুখমন্ডল ও হাত দেখা যেতে পারে।

এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর সে প্রবন্ধকার লিখেছে যে, উল্লেখিত হাদীসটি সর্ববাদি সম্মত। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হাদীস

শাস্ত্রবিদ গণ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে একমত হয়েছেন।

(আমাদের সশ্রদ্ধ গ্রন্থকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন) অথচ বাস্তবে হাদীসটি সর্ববাদি সম্মত নয়, তা কিভাবে স্বয়ং হাদীসটি বর্ণনাকারী ইমাম আবু-দাউদ (রঃ) হাদীসটিকে মুর্সাল (সনদ কর্তিত) হওয়ার কারণে দুর্বল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন, এবং এ হাদীসটির সনদ তথা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক তালিকায় এমন একজন হাদীস বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ রয়েছে, যাকে ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন। (বিস্তারিত বিবরণ সে হাদীস সংক্রান্ত জওয়াবে উল্লেখিত হয়েছে।)

কিন্তু অজ্ঞতা, মুর্খতা এবং অন্ধভাবে স্বীয় মতামত পক্ষপাতিত্ব করার দ্বারা মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিপদ গ্রস্থ হয়। (সেই পক্ষপাতিত্ব ও মুর্খতার পতন ঘটুক এটাই কামনা করি।)

শায়খুল ইসলাম ইবনুল কাইয়িম কতই না সুন্দর বলেছেনঃ

وتعـر من ثـوبـين من يلبسهـما
يـلقى الـردى بمـذلـة وهـوان
ثوب من الجهل المـركب فوقـه
ثـوب التعصب بئست الثـوبـان
وتحـل بـالإنصـاف أفخـر حـلة
زينت بهـا الأعـطاف والكتـفـان

দু'ধরনের কাপড় পরিধন করা থেকে নিজকে মুক্ত করে নাও সেই দুই কাপড় পরিধান করে যে সে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

* সেই বস্ত্রদ্বয়ের একটি হল চরম মুর্খতা ও অজ্ঞতা, ২য়টি হল অন্ধভাবে স্বীয় পক্ষে কঠোর হওয়া বা এক গুয়েমী হওয়া, কত নিকৃষ্ট ও মন্দ এ বস্ত্রদ্বয়।

* ইনসাফ ও ন্যায় পরায়নতার ন্যায় গৌর-বান্বিত সাজ-সজ্জার মাধ্যমে নিজেকে সুসজ্জিত করে নাও। যদ্বারা কাঁধ ও তৎপার্শ্বস্থ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা সমস্ত শরীর সুসজ্জিত হয়ে যায়। (সারকথা নিরেট মুর্খতা ও অজ্ঞতা এবং অন্ধভাবে পক্ষপাতিত্বের ন্যায় দু'টি কুস্বভাব পরিহার করে ইনসাফ ও ন্যায় পরা-

য়নতা অবলম্বন করতঃ নিজেকে ধন্যবাদ পাও-য়ার যোগ্য করে নাও)

প্রত্যেক গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার প্রমাণাদির চুলচেরা তাহক্বীক ও অনুসন্ধান করতে গিয়ে অলসতার জালে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয় এবং নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ছাড়া তাড়া-হুড়ার মাধ্যমে কোন উক্তি যুক্তি পেশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। নতুবা তারা ঐ সমস্ত লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছেঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারীকে, যে মানষকে অজ্ঞতা বশতঃ (বিনা প্রমাণে) পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না"।(সূরা আন্‌আম-১৪৪) আর এমনও হবেনা যে, একতঃ প্রমা-ণাদির অনুসন্ধান ও চুলচেরা তাহক্বীক করতে গিয়ে অলসতার জালে আবদ্ধ হবে। দ্বিতীয়তঃ গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত দলীলাদিকে হঠকারীতা

সূলভ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা ঐ সম্প্র দায়ের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষনা করেনঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ
إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যাবলে এবং তার নিকট সত্য পৌঁছার পর তাকে (সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার চাইতে অধিক অত্যাচারী আর কে হবে? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি?" (সূরা যুমার- ৩২)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে হক (প্রকৃত সত্য) কে হক বুঝে শুনে মেনে চলার এবং বাতিল (পরিত্যক্ত)কে বাতিল বুঝে শুনে তা হতে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে থাকার তাওফীক দান করেন। এবং তারই মনোনীত (রাসূল প্রদ-র্শিত) সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তিনিই হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ পরায়ন, স্নেহশীল।

মহামান্য শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীনের সঙ্গে পর্দা সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্নঃ- যদি বলা হয় যে কোন কোন আলেমেদ্বীন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বলেন মহিলারা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আল্লা-ইহি ওয়াসাল্লাম) সমীপে তাদের মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখত অথচ রাসূল তাতে অসম্মতি প্রকাশ করতেন না, এ জাতীয় দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন যে নারীর মুখমন্ডল আবৃত করা ওয়াজিব নয়। তন্মেধ্যে একটি হলঃ-

* সাহাবীয়ে রাসূল জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলাম। (আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযান ও ইক্বামত ব্যতীত খুৎবা পাঠের পূর্বে নামাজ সমাপন করেন। অতঃপর তিনি সাহাবীয়ে রাসূল বিলাল (রাঃ) এর উপর ভরদিয়ে দন্ডা-য়মান হলেন (এবং মহিলাদেরকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দান করতঃ বল্লেন তোমরা অধিক-হারে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। ইতি মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণের চেহারা বিশিষ্টা জনৈকা মহিলা

দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন কেন?) .... (যাতে বুঝা যায় মহিলাটির চেহারা খোলাছিল) (আল-হাদীস) তাহলে এর কি উত্তর হবে? হে মাননীয় শায়খ?

উত্তরঃ উত্তর এভাবে দেওয়া যাবে যে,পর্দা সম্পর্কিত বিষয়টির দুই অবস্থা * পূর্ববর্তী অবস্থা ও * পরবর্তী অবস্থা। পূর্ববর্তী অবস্থা হচ্ছে,পর পুরুষের সামনে নারীর জন্যে তার চেহারা খোলা রাখার বৈধতা।

আর পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে, পর পুরুষের সম্মুখে মহিলার জন্যে তার মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখার নিষিদ্ধতা (অবৈধতা)। কেননা, পর্দার অপরিহার্যতা সংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৫ম সনে। কাজেই নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখার বৈধতা সম্পর্কিত হাদীস সমূহকে (চেহারা খোলা রাখার সিদ্ধতা সংক্রান্ত বিধানটি) রহিত হওয়ার পূর্বেকার অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে।

আর যে সমস্ত হাদীসের বাহ্যিক পাঠে নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতা বুঝা যায় এবং হাদীস গুলো (মুখমন্ডল খোলা রাখার সিদ্ধতা সংক্রান্ত বিধান) রহিত হওয়ার পরের হাদীস বলে বিবেচিত হবে, সে সমস্ত হাদীস কোন বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ ঘটনার উপর প্রয়োগ করা হবে। হয়ত সে সব অবস্থায় এমন কতিপয় বাধা-বিপত্তি রয়েছে যা পর্দার কিংবা

নারীর জন্যে পর্দা বাধ্যতামূলক করার প্রতি-বন্ধক। সুতরাং এ ধরনের সন্দেহযুক্ত গুটি কয়েকটি হাদীসের কারণে সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীস সমূহ (বাস্তবায়নে) পরিত্যক্ত হবে না। কেননা, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের অনুকরণ করে সুস্পষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করা ইসলামী জ্ঞানে সুগভীরতার অধিকারী ও বাস্তবতান্বেষী ব্যক্তি-বর্গের কর্মনীতি নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা নিজ কিতাবেও তাঁর রাসূলের সুন্নাত বা হাদীসে কিছু নস তথা মূলপাঠ সুস্পষ্ট আর কিছু মূলপাঠ রূপক সাব্যস্ত করেছেন যাতে যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট প্রমাণ মেনে (কল্যাণময়) জীবন পেতে চায় সে জীবন প্রাপ্ত হয়। নিঃসন্দেহে জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ উপলব্ধি করবে যে, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখা বৈধ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। তাহলেও আমাদের এই ফাসাদপূর্ণ ও উদাসীনতার যুগে নারীর চেহারা ঢেকে রাখা অপরিহার্য বা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। কেননা,আজ পর্যন্ত কোন একজন আলেম নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখা অপরিহার্য (ওয়াজিব) বলে উক্তি করেন নি। হ্যাঁ এতটুকু সত্য যে, উলামায়ে কেরাম চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব না কি ওয়াজিব নয় এতে মতভেদ করেছেন। আর তাতে এতটুকুই সাব্যস্ত হতে পারে যে চেহারা খোলা রাখা জায়েজ।

অনর্থ, ফাসাদ ও অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার ন্যায় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী শরীয়ত সম্মত নীতি মালার দৃষ্টিতে জায়েজ বা বৈধ বিষয়াদিতে যখন ফিৎনা, ফাসাদ ও অনিষ্টের আশংকা থাকে, তখন সে ধরনের জায়েজ বা বৈধ বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।(কাজেই বর্তমানে নারীর চেহারা খোলা রাখার সিদ্ধাতাকে প্রত্যাখ্যান করে তা আবৃত করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব।)

নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখার সিদ্ধতা (জায়েজ হওয়া) সংক্রান্ত কোন কোন আলে-মের বাচনিক অনুকরণ করে কতক লোক যে চেষ্টা করছে তদ্দারা নারী পুরুষ মিশ্রিত ভাবে চলাচল করা ও অবাধ মেলা মেশা করার পথ উন্মোচন হতে বাধ্য, এর প্রমাণ ভোগবাদীদের পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে হটকারিতা ও জিদের আশ্রয় গ্রহণ। অথচ এই চেহারা খোলা রাখা সম্পর্কিত বিষয়ের চাইতে ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জন কল্যাণ বিষয় আছে যে সব বিষয়ে তাদেরকে উক্তি যুক্তি পেশ করতে দেখা যায় না অথচ এসব বিষয়ে বাচন করা অত্যাবশ্যক। অতঃপর আমরা বলব, যে সব শহরে চেহারা খোলা রাখার সিদ্ধতা সংক্রান্ত বাচনিকের অনুকরণ করে মহিলারা বেপর্দা হয়ে চলফেরা করে সে সব শহরে মাহিলাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করুন,

যারা মহিলাদের জন্যে চেহারা খোলা রাখা জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন তাদের এই বাচনিক অনুযায়ী মহিলারা কি শুধু মাত্র তাদের চেহারাই খোলা রাখে? নাকি মহিলারা তাদের চেহারা ঘাড়, হাত, (হাতের কব্জী থেকে কুনুইয়ের মাঝখানের অংশটুকু) বাহু, পা, পিন্ডলী (হাঁটুর নীচের অংশটুকু) ইত্যাদি খোলা রাখে এবং তারা আল্লাহ কর্তৃক সতর অঙ্গের অপমান করতে বের হয়।

প্রজ্ঞাবান, বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের উপর কর্তব্য হচ্ছে, তারা যেন কোন বিষয়াদির প্রতিক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তুলনামূলক ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ সব দিক চিন্তা গবেষনা করেই তাতে বিধি নিষেধ আরোপ করে। বস্তুতঃ প্রশংসা মাত্রই কেবল আল্লাহরই জন্যে, নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে প্রশস্ত, সংর্কীর্ণ নয়, তাতে এমন কতিপয় ব্যাপক মূলনীতি মালা সন্নিবেশিত রয়েছে যার বাস্তবায়নে অনিষ্টের মূলোৎপাটন সুনিশ্চিত হয়।

প্রশ্নঃ হে সশ্রদ্ধ শায়খ! আপনি জওয়াব দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, পর্দা সংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৫ম সনে। এটা কি সর্ববাদি সম্মত? অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রঃ) উল্লেখ করেছেন যে, তা (পর্দার

আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৩য় অথবা ৫ম সনে।

উত্তরঃ উলামায়ে কেরামের নিকট এটি প্রসিদ্ধ যে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে হিজরী ৫ম সনে। আর যদি আপনার উক্তি মতে আল্লামা ইবনুল কাইয়িমের (রঃ) বাচনিক বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয় তাহলে তাতেও বুঝা যাবে যে, পর্দার দুই অবস্থা রয়েছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা। যে সব হাদীসের বাহ্যিক অর্থে নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখার সিদ্ধতা বুঝায় সেসব হাদীস পর্দা ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেকার অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে।

প্রশ্নঃ হে মাননীয় শায়খ! যদি কেউ বলে যে, আমরা জাবের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটি পর্দা ফরজ হওয়ার পরের ঘটনা বলে সাব্যস্ত করতে সক্ষম। তাহলে উত্তর কি হবে?

উত্তরঃ তুমি জাবের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ঘটনার প্রতি ইংগিত করছ, তা হচ্ছে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের দিন নারী সম্প্রদায়কে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দান করতঃ মহিলাদেরকে বলেনঃ তোমাদের সংখ্যাধিক্য হচ্ছে জাহান্নামের জ্বালানী বা ইন্ধন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণবর্ণের চেহারা বিশিষ্টা জনৈকা মহিলা নারীদের মধ্য হতে দন্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলঃ কেন? হে আল্লাহর রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)(আল হাদীস) কিন্তু আমার ধারনা যে, তুমি (হে জিজ্ঞাসু) এ ঘটনাটিকে পর্দা ওয়াজিব হওয়ার পরের ঘটনা বলে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর যদি পর্দা ওয়াজিব হওয়ার পরের ঘটনা সাব্যস্ত হয় তবে এ শ্রেণীর মহিলা যার বিবরণ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, হাদীস বর্ণনাকারী বলেন মহিলাটি কালো চেহারা বিশিষ্টা ছিল।

(ক) তাহলে সে মহিলাটি বৃদ্ধা ছিল। আর বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে তাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েজ।যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষনা করেনঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

"বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখেনা যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্যে দোষ নেই"।
(সূরা নূর- ৬০)

(খ) অথবা হয়ত সে মহিলাটির ওড়না চেহারা থেকে পড়ে গিয়েছিল (ইতিমধ্যে মহিলাটির চেহারা হাদীস বর্ণনাকারীর দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়। মাহিলাটি চিরসত্য রাসূলের মুখে

জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হওয়ার কথা শুনে জ্ঞানহারা হয়ে যাওয়া ও বিচিত্র নয়।) অনন্তর মহিলাটি যখন সম্মোহিতভাব থেকে সম্বিত ফিরে পেল তখনই নিজ ওড়নাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে স্বীয় মুখমন্ডল আবৃত করল।
(গ) হয়ত এটি বিশেষ ঘটনার কারণে তাতে চেহারা খোলা থাকার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে পর্দার অপরিহার্যতার পরে বর্ণিত সুস্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে তা হচ্ছে, সে মহিলা সম্পর্কিত হাদীস যে মহিলাটি বিদায় হজ্জ দিবসে মুজদালিফা হতে মিনা যাওয়ার পথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) তনয় ফজল রাসূলের সওয়ারীর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন (আল-হাদীস)
আমি বলব নিঃসন্দেহে এ ঘটনাটি বিশেষ ঘটনাবলীর একটি যার বিশেষ বিশেষ অবস্থা রয়েছে। সুতরাং বলা যাবে যে, এহরাম অব-স্থায় নারীর জন্যে পর পুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা ইসলামী শরীয়ত সম্মত, আর এ মহিলাটি ইসলামী শরীয়ত সম্মত বিধানের অনুকরন করেই চেহারা খোলা রেখেছে।
(ঘ) হয়ত সে মহিলাটি পর্দা ও তার অপরি-হার্যতা সম্পর্কে অবহিতা ছিল না, আর মহিলা-টি যেহেতু মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেছিল তাই

রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মহিলাটির চেহারা খোলা রাখার মত অপছ-ন্দনীয় কাজে অসম্মতি প্রকাশ করতে তাড়াহুড়া করেন নি। বরং তাৎক্ষনিক প্রয়োজন বশতঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজ-লের চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। হাদীসে এটি উল্লেখ নেই যে রাসূল সে মাহিলাটিকে তার প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার পর তার উপর পর্দা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দেননি। কারণ কোন বস্তুর বর্ণনা না থাকাতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে সে বস্তুটি অস্থিত্ব শুন্য। (সম্ভাবনা মূলক বুঝা যায় রাসূল পরবর্তীতে মহিলাটিকে পর্দা ওয়াজিব হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকবেন।)

আর রাসূল ফজলের চেহারাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় একথার প্রমাণ মিলে যে, ফিৎনার কারণ উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্চনীয়। নিঃসংশয়ে বর্তমান যুগে নারীর চেহারা খোলা রাখা ফিতনা ফাসাদ, মানহানি, অপমান ও লজ্জাহীন হওয়ার সর্ব বৃহৎ কারণ। (হে সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা! আল্লাহ আপনাকে বরকতময় জীবন দান করুক) আপনি নারীর মানহানি, তার মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখা, ও পাঠশালা, কর্মশালা ইত্যাদিতে পুরুষের সাথে নারীদের মেলামেশার প্রতি আহ্বায়ক, ভোগবাদী সম্প্র-দায় সম্পর্কে অবগত হবেন যে, তারা নারীর

শালীনতা হানিকর আচরণ দ্বারা যে ফাসাদ, অনিষ্ট ও ইসলামী রাষ্ট্র বিজাতীয় সভ্যতার কৃষ্টি কালচারে পরিবর্তিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এবং এর ফলাশ্রুতিতে প্রতিটি শাখা ও বিভাগে অর্জিত কুফলাফল সম্পর্কে একে বারেই অজ্ঞ, এই সব শাখা ও বিভাগ নারীর মুখমন্ডল আবৃত করার অপরিহার্যতার কারণে মন্দ প্রভাবান্বিত হয় না। কিভাবে মহিলারা মুখমন্ডল, ঘাড়, গলা, বুকের উপরিভাগ ও মাথা খোলা রাখতে পারে? আর কিভাবে তারা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ফিতনা, ফাসাদ ও অনাসৃষ্টির কারণ উপ-করনের মত আধুনিক প্রসাধনীর ব্যবহারে নিজেকে সুসজ্জিতা করে স্বীয় মুখমন্ডল খোলা রেখে বের হতে পারে? আপনি (পাঠক/ পাঠিকা) এই মাস আলাটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন না যে এটি ঝগড়াটে ও মতভেদী বিষয়। আর যদি ইসলামী সংবিধানের মূল পাঠে এরূপ হয় তবে আমি বলব, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখা সম্পর্কে পূর্বাহ্নের সূর্যের ন্যায় বা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা রয়েছে, তাহলেও বর্তমান ফাসাদ ও কামা-ধিক্যের যুগে তার প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ মুখমন্ডল খোলা না রেখে ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কেননা, ইহা তার পরবর্তী বস্তুর সোপান ও অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই আমি বলব হে

যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের উচিত এ ধরনের বিষয়ে ঝগড়াও বিতর্কের পেছনে নিজেদের না রাখা। বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাথে প্রশিক্ষণ না হলে তা ভ্রান্ত ও বিপর্যয়ে পর্যবশিত হয়ে যায়। একারণেই ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) যখন দেখলেন যে অধিকাংশ মানুষ মদ্যপানে লিপ্ত হয়েছে তখন তিনি মদ্যপানের শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং তিনি যখন দেখলেন যে, মানুষ স্ত্রীকে পরপর এক সাথে তিন ত্বালাক দিতে লাগল অর্থাৎ মানুষ এক সাথে তিন ত্বালাকের বহুল প্রচলন করল। তখন তিনি মানব গোষ্ঠীকে স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দেওয়ার পর তা প্রত্যাহর করে স্ত্রীর প্রতি ধাবিত হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। (হে পাঠক/পাঠিকা) চিন্তা করুন যে, কিভাবে সাহাবীয়ে রাসূল ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে নিষেধ করেন অথচ রাসূলের যুগে এবং ইসলামের প্রথম খলীফা আবু-বকরের (রাঃ) দুই বৎসর শাসনামলে স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দিলে এক ত্বালাকই পতিত হত যাতে প্রত্যাবর্তন করা যেত। বস্তুতঃ ওমর (রাঃ) স্বামীর পক্ষে প্রত্যা-বর্তন করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও নিষেধ করেন। এসব কর্মকান্ড মানব মন্ডলীকে বিনষ্ট থেকে বিরত রাখার জন্যে।

সুতরাং তরুণদের উপর অপরিহার্য যে তারা যেন ইসলামী শরীয়ত সম্মত জ্ঞান বুদ্ধির নজরে বিষয়াদির প্রতি চিন্তা ভাবনা করে। কেননা, প্রথমত অনিষ্ট একেবারেই নগন্য ও তুচ্ছ হিসেবে প্রকাশ পায়, এমনকি লোকে বলে যে এটা কোন বস্তুই নয় কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে প্রসারতা লাভ করে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে যায়, এবং তখন তাতে কারো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তা হারাম ও অবৈধ। শায়খ মুহাম্মদ আমীন আশ-শানক্বীতী (রঃ) তার আযওয়াউল বয়ান নামক তাফসীর গ্রন্থে সূরা আহযাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীর জন্যে পর পুরুষের সামনে নারী দেহের সর্বাঙ্গ আবৃত করার কুরআনী দলীলাদি উপস্থাপন করার পর উল্লেখ করেন যে, যারা (মহিলারা পর পুরুষ সমীপে নিজে-দের রূপ-যৌবন প্রদর্শন করে চলাফেরা ও মেলা মেশা করার প্রতি আহ্বায়ক ভোগবাদী সম্প্রদায়) বর্তমানে মুসলিমা নারীদেরকে অপবাদের নোংরার পবিত্রতা ও মান-মর্যদার নিরাপত্তা সন্নিবেশিত আসমানী শিষ্টাচারে রাসূ-লের পূণ্যবতী পত্নীদের অনুকরণ করার নিষি-দ্ধতার ইচ্ছা পোষন করে, তারা ব্যধিগ্রস্থ অন্তর বিশিষ্ট উম্মতে মুহাম্মদীকে আচ্ছন্ন করেছে। (পাঠক/পাঠিকা যেন আযওয়াউল বয়ান গ্রন্থটি

অধ্যায়ন করে, কেননা সেটি অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ।

প্রশ্ন- হে শায়খ! যদি কেউ ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বলে রাসূল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উপলব্ধি করেছেন যে পুরুষ কর্তৃক মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৃহৎ ফিৎনা, তা সত্ত্বেও রাসূল মহিলাটিকে তার মুখমন্ডল আবৃত করার নির্দেশ দেননি।

উত্তরঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে পুরুষটির চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। মহিলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে রাসূল সম্মতি প্রকাশ করেননি। আর সে মহিলাটি হজ্জের ইহরাম সজ্জিতা থাকায় মহিলার জন্যে চেহারা খোলা রাখা ইসলামী শরীয়ত সম্মত ছিল। আর এ কারণে ইমাম নববী (রঃ) এ হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন যে, পর নারী দর্শন হারাম। কেননা, রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে ফজলের চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। পুরুষ কর্তৃক মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম হওয়ার এটি প্রমাণ। এ কথাটি একেবারে সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন- বুঝা যাচ্ছে, ইবনে হজর আল-আস ক্বালানী (রঃ) এ মাসআলাটি তদন্ত করেছেন যে এটি ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পরবর্তী

ঘটনা অর্থাৎ মহিলাটি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিল না। তাহলে এটার কি উত্তর হবে?

উত্তরঃ এটি বিশুদ্ধ নয়, কারণ এ মহিলাটি মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে কথোপকথন করেছিল। আমরা কিভাবে বলব যে মহিলাটি ইহরাম থেকে হালাল হয়েছে, ইহরাম থেকে 'রমী' (কংকর নিক্ষেপ করা) হালাক্ব (মাথা মুন্ডন করা) কিংবা তাক্বসীর (মাথার চুল ছোটকরা) ব্যতীত প্রথম হালাল হয় না। তাহলে কিভাবে এটা হতে পারে?

প্রশ্ন- প্রশ্ন হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মহিলার জন্যে চেহারা আবৃত করা জায়েয, সুতরাং সে মাহিলাটির চেহারা খোলা রাখার জওয়াব কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ এটা ঠিক, বরং যখন মহিলার নিকটবর্তী হয়ে কোন পুরুষ পথ অতিক্রান্ত করে তখন মহিলার উপর তার চেহারা আবৃত করা ওয়াজিব। তুমি কি প্রত্যক্ষ্য করেছ? যে, সে মহিলার পার্শ্বে পুরুষ ছিল, হয়ত মহিলাটি পেছন অথবা সামনে থেকে রাসূলের সাথে মিলিত হয়েছে। তার পাশ্ববর্তী কোন পুরুষ ছিলনা যাদের সম্মুখে চেহারা আবৃত করা ওয়জিব। আর ফজলের ঘটনাটি কস্মিন-কালেও এর দলীল হবে না, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দৃষ্টি-পাত করার সুযোগ দেননি। বরং তার চেহারা

ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাকে ইবনে তাইমিয়াহ্ কর্তৃক "ফাতওয়া ও হিজাবুল মার-আতি ওয়া লিবাসুহা ফিস্‌সালাহ্" নামক পুস্তিকায় উল্লেখিত তার মূল্যবান বক্তব্য অনুধাবন করার প্রতি ইংগিত করছি আপনি তাতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা পাবেন। ইতিপূর্বে শায়খ আমীন আশ্‌শানক্বীতীর উক্তির প্রতিও আমি ইংগিত করেছি।

প্রশ্ন- এটি ফিতনা ফাসাদের যুগ, যদি কেউ এতে প্রশ্ন করে যে এটি ফিতনার যুগ বটে কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান কি? ওয়াজিব না কি ওয়াজিব নয়।

উত্তরঃ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান হচ্ছে, যদি কোন বস্তু ফিতনা অনাচারের কারণ হয় তাহলে তা হারাম ও অবৈধ হবে। আমরা আলোচনা করব মুশ্‌রিকদের মাবুদদেরকে গালি দেওয়া সম্পর্কে যে, তা হারাম না হালাল না ওয়াজিব? আমরা বলব ওয়াজিব, হ্যাঁ যদি তা ফিতনা অনাচারের কারণ হয়ে দাড়ায় তাহলে তা হারাম সাব্যস্ত হবে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যদি তা কর তারা অজ্ঞতা বশতঃ শত্রুভেবে আল্লাহকে গালি দিবে”। (সূরা আন্আম-১০৮)

তোমরা কাবা গৃহের নির্মান ইব্রাহিমী নির্মানের অনুরূপ পুনরায় নির্মান করার ব্যাপারে কি বল? এটা কি শরীয়ত সম্মত নয়? যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিপ্রায় করেছিলেন। কিন্তু ফিতনার আশংকা বশতঃ আয়েশাকে (রাঃ) বলেন, যদি তোমার সম্প্রদায় নবমুসলিম না হত, তাহলে আমি কাবা গৃহকে ভেঙ্গে ইব্রাহিমী নির্মানের অনুরূপ করে নির্মান করতাম।

বাঞ্চিত বিষয়াদিতে যদি ফিতনা অনাচারের আশংকা থাকে তবে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে সিদ্ধ বিষয় কিভাবে সিদ্ধ থাকতে পারে? যদি বলি যে, মহিলার জন্যে মুখমন্ডল খোলা রাখা বৈধ বা সিদ্ধ। আর আল্লাহ কর্তৃক হিদায়াত প্রাপ্ত ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দেওয়ার পর ফিরিয়ে আনতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, এটা আমাদের কারো অজানা নয় যে স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহর করা বাঞ্ছিত বিষয়। বিশেষ করে যখন স্ত্রী সন্তান জননী হয়, তা সত্বেও তিনি (ওমর রাঃ) তিন

স্থালাকের বহুল প্রচলন বন্ধ করার জন্য প্রত্যা-
হারের নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।
প্রশ্নঃ- যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আমরা স্বীকার
করি যখন ফিতনা ও অনাচার বিদ্যমান থাকে
তখন পর্দা ওয়াজিব কিন্তু যদি ফিতনা অনা-
চারের আশংকা না থাকে? (তখনকার বিধান
কি হবে?)
উত্তরঃ আমরা বলব এটি একটি কল্পনা বা
তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়ার বিষয়। যদি তা
বাস্তবিক সম্ভব হয় তা হলে তা হবে এক
অভিনব ব্যাপার। আর তা হবে কোন নির্দিষ্ট
অবস্থায়, কিন্তু ব্যাপক ভাবে প্রত্যক্ষ করলে
নিশ্চিত ভাবে আমাদের জানা হবে যে মহিলারা
চেহারা খোলা রেখে হাটে-বাজারে যখন
পুরুষের সম্মুখে বের হয় তাতে ফিতনা
অনাচার সৃষ্টি হওয়া সুনিশ্চিত, আর যারা
চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে জেদ ধরে
তাদের জানা উচিত যে সেটা এমন বিষয় যার
অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন আলেম অভিমত
প্রকাশ করেননি। আমরা দেখতে পাই তাদের
অনেকে বিশেষ ও সাধারণ অপরিহার্য বিষয়ে
উদাসীন ও খাম খেয়ালী। এই ব্যাপারে হট-
কারীতা ও জেদ করার কারন কি? তর্কের
খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তাতে
নারীর মুখমন্ডল আবৃত করার অপরিহার্যতার
প্রমাণ মেলে না তাহলে জিজ্ঞাসা করব যে,

চেহারা আবৃত করা ও খোলা রাখা এদুটির কোন্‌টি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হওয়ার নিকটবর্তী? স্বভাবতঃ পর্দাই হবে, যদি চেহারা আবৃত করাই শ্রেয়ঃ হয়ে থাকে, তাহলে কেন আমরা নারী মুক্তির দাবীদার হয়ে ইসলামী সংবিধানের মূল পাঠ সমূহে বিকৃতি সাধন করব? আমার মত হল, ভোগবাদীদের কথায় ধোকা না খেয়ে এ বিষয়ে অটল থাকা। কেননা, তুমি যখন তাদের কথা ও কাজে চিন্তা ভাবনা করবে তখন তাদেরকে উপলব্ধি করবে যে তারা তাতে মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না এবং নারী ও জাতীর কল্যাণও চায় না। (আল্লাহই সর্বজ্ঞাতা) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট? যে তোমার মেয়ে বা বোন সেজে গুজে সুসজ্জিতা হয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শন করত, কিংবা চেহারা খোলা রেখে হাটে বাজারে পর পুরুষের সম্মুখে বের হবে আর পৌরুষদীপ্ত চরিত্রহীন যুবকরা তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে ঘুরে আনন্দ উপভোগ করবে? যদি আমরা মহিলাদের জন্যে চেহারা খোলার সিদ্ধতা পোষন করি, তাহলে তারা নিজেকে ব্যবসাপন্য সেজে সুরমনী ও রক্তিমবর্ণা হয়ে অধিকতর সুসজ্জিতা হয়ে বের হবে, কিন্তু তারা নয়, আল্লাহ যাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চায়।

প্রশ্নঃ- মাননীয় শায়খ এ অভিমত তো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক?

উত্তরঃ আমি বলব তোমার কথামত বিষয়টি তথা নারীর জন্যে মুখমন্ডল খোলা রাখার সিদ্ধতার উপর হাদীস ও আয়াতগুলি কি প্রমাণ করে? যখন আমাদের জ্ঞাত যে এতে ফিতনা অনাচার সন্নিবেশিত এবং আমরা বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে যেসব ইসলামী রাষ্ট্র মূল পাঠের সম্ভাব্য অর্থ অনুসরন করে চলছে সেসব ইসলামী রাষ্ট্রের মহিলাদের অবস্থা কি পূর্বের মত রয়েছে? বর্তমানে যে মহিলাটি পর্দা অবলম্বন করে সে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয় বরং সে মহিলাটিকে স্বদেশে তার নাগরিক অধিকার সমূহ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

প্রশ্নঃ এর দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যাবে? যে সাহাবী ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীনদের যুগে এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে তারা দলীলাদির আলোকে দ্বীন ইসলামের মূলনীতিমালা পেশ করেছেন।

উত্তরঃ হ্যাঁ এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতে বহু দৃষ্টান্ত ও নজীর রয়েছে পবিত্র কুরআন হতে দৃষ্টান্তঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"আল্লাহ ছেড়ে যাদেরকে তারা আহবান করে তোমরা তাদেরকে গালি দিওনা তাহলে তারাও আল্লাহকে গালি দিবে"।(সূরা আন্‌আম-১০৮)

হাদীস শরীফ হতে দৃষ্টান্তঃ

لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم.

"হযরত আয়েশাকে (রাঃ) সম্বোধন করে রাসূল (সাল্লা ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী "যদি তোমার সম্প্রদায় নব মুসলিম না হত তাহলে আমি কাবা গৃহকে ইব্রাহিমী ভিত্তির উপর পুনঃনির্মান করতাম"।

মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদেরকে গালি দেওয়া ওয়াজিব আর কাবা গৃহকে ইব্রাহিমী ভিত্তির উপর পুনঃনির্মান করা ওয়াজিব না হয় মুস্তাহাব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) (মানুষ) বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত হওয়ার আশংকায় এ বাঞ্ছিত কাজটি পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু পরপুরুষ সমীপে মহিলার জন্যে তার মুখমন্ডল খোলা রাখা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি এমনকি যারা মহিলার চেহারা খোলা রাখার পক্ষপাতি তারাও তা জায়েজ বলেছে (ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বলেনি)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত হতে দৃষ্টান্ত।

সাহাবীয়ে রাসূল দ্বিতীয় খলীফা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দেওয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও তিন ত্বালাক প্রদানে মানুষের তৎপরতা ও দ্রুততা দেখে তিন ত্বালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেননা, মানুষ তার আত্মমর্যাদার বিষয়ে দ্রুততা ও তৎপরতা পোষন করে, আর মহিলা কখনও সন্তান বিশিষ্টা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষকে অবৈধ ত্বালাক থেকে প্রতিহত করার জন্যে ওমর (রাঃ) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। আমরা কি ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর চাইতে অধিক প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিবিদ সংস্কা-রক? কখনও না।

প্রশ্নঃ যদি প্রশ্ন হয যে, হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামগণ পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ফিতনা অনাচারের বর্তমানে পর্দাব-লম্বনকরা ওয়াজিব। তারা বলেন সাধারণ অবস্থায় পর্দা সুন্নাত এবং তা উম্মত জননী রাসূল পত্নীগণের পছন্দনীয় কর্ম। এবং বলেন উত্তম হল চেহারা আবৃত করা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব কি না?

উত্তরঃ আমি বলব আল্লাহ তাদের প্রতিফল দান করুণ (চেহারা আবৃত করা) অতি উত্তম।

তাহলে কেন তারা এই ফিতনা ফাসাদের যুগে মানুষের জন্যে ফিতনার পথ উন্মোচন করে? তারা উত্তরে বলতে পারে যে, এটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক আলোচনা।

এটি ভাল কিন্তু তারা নিষ্পাপ নয় এবং এবিষয়ে অন্যান্য হক্কানী আলেমগণ তাদের বিপরীত মত পোষন করেছেন। শায়ঁখ মুহাম্মদ আমীন আশ্ শ্বানক্বীতীর তাফসীরে বর্ণিত তার উক্তি, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌র উক্তি ও শায়খ আব্দুল আযীয বিন বাযের বাচনিক দ্রষ্টব্য। আর, তারা ভেবে দেখুক, যদি তারা আমাদের সাথে উলামাদের বাচনিক দিয়ে মুকাবালা করে তবে আমারাও ওলামাদের বাচনিক দিয়ে তাদের মুকাবালা করব। আর যদি তারা নুসূস বা উদ্ধৃতির মাধ্যমে মুকাবালা করে তাহলে আমরাও নুসূস বা উদ্ধৃতির মাধ্যমে মুকাবালা করব। (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূলপাঠ বা সুস্পষ্ট বর্ণনার নামই হচ্ছে নুসুস)

এতে আমরা একমত যে, চেহারা খোলা রাখা মহিলার জন্যে ইসলামী শরীয়ত সম্মত নয় বাঞ্ছিতও নয়। তাহলে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি যে অবস্থা অধিকতর অনিষ্টের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন আমরা কেমন করে মত পোষন করব? যে, মহিলার জন্যে চেহারা খোলা রাখা জায়েজ অথচ এটি (মুখমন্ডল

খোলা রাখা) ভিষণ ফিতনার বর্তমানে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ফয়সালা।

প্রশ্নঃ কিন্তু যদি তারা বলেঃ হে মাননীয় শায়খ! আপনারা বলেন, মহিলার জন্যে চেহারা খোলা রাখা জায়েজ তবে চেহারা ঢেকে রাখা হল উত্তম। এতে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ আমরা জায়েজ বলিনা। পবিত্র কুরআনও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনায় বুঝা যায় এটা হারাম। তারা নুসুস থেকে জায়েজ বুঝতে পারে কিন্তু আমরা হারাম উপলব্ধি করে থাকি।

তাদের কথা দ্বারা আমাদেরকে বাধ্য করা এবং আমাদের কথা দ্বারা তাদেরকে বাধ্য করা সম্ভব পর নয়। আমরা বলব, আমরাও তোমরা একদিক দিয়ে অভিন্ন মত পোষন করি তা হচ্ছে এটি (চেহারা খোলা রাখা) ওয়াজিবও নয় মুস্তাহাবও নয়। আর যদি এটি হয়ে থাকে আমরা মুসলিমদের সংঘটিত ঘটনা ও ফিতনা-ধিক্য প্রত্যক্ষ করেছি। আর যারা চেহারা খোলা রাখার সিদ্ধতার মত পোষন করে এমনকি তাদের দেশেও বিষয়টি সংযত করতে পারেনি এবং অনিষ্টের প্রসারতাই লাভ করেছে, অধিক পরিমানে। যদি আমাদের নিকট অনুসরন যোগ্য উলামায়ে কেরাম ফতওয়া দেন যে, নারীর জন্যে চেহারা খোলারাখা জয়েজ। তাহলে ঐ সময়টি অতি নিকটবর্তী যে, মহি-লারা তাদের ঘাড় ও মাথা খোলা রেখেই চলতে

আরম্ভ করবে, এটিই বাস্তবে পরিণত হবে। আর যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ বা বর্ণনাবলীতে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চান, তাহলে ইসলামী শরীয়ত সম্মত মূলনীতি মালার প্রতি লক্ষ্য করুন, এবং ঘটনা ও মুলনীতি মালার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কায়েম করুন এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ প্রদান করুন এটি হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষন, তবে তুমি হবে আলেমে রাব্বানী (হকপন্থী আলেম) কারণ এবিষয়ে আলেমে নজরী (নুসূসের বাহ্যিক অর্থ পোষনকারী) ও আলেমে রাব্বানী উভয় দল রয়েছে।

আলেমে নজরীঃ নুসূসের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের উদঘাটক মূলনীতি মালার পরওয়া না করে কেবল বাহ্যিক অর্থের উপর স্থিরতা পোষনকারী আলেম। বা যারা হাদীসের মূল-পাঠ গ্রাহ্য না অগ্রাহ্য প্রসিদ্ধ না অপ্রসিদ্ধ এদিকে লক্ষ্য না করে সনদ তথা হাদীস বর্ণনা কারীদের ধারাবাহিক তালিকার উপর জমাট থাকে।

আলেমে রাব্বানীঃ যারা মানবের কল্যাণ উপলব্ধি করে তারা যদি বৈধ বিষয় অবৈধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে তবে সে সব বৈধ বিষয় অনুসারে চলতে মানবকে নিষেধ করেন। আর যদি বৈধ বিষয় (ওয়াজিব) অপরিহার্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে তবে সেসব বৈধ

বিষয় অনুসারে চলতে মানবকে বাধ্য করে । উলামায়ে কেরাম এতে সর্ববাদি সম্মত যে প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে, “মাধ্যম বিষয়াদির কতিপয় উদ্দেশ্য মূলক বিধান রয়েছে” তোমরা এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে থাক এটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ, তোমরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও এতে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

বর্তমান বিশ্বে সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব সাউদী আরবের **প্রধান মুফ্‌তী মহামান্য শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায**-এর রচিত "পর্দা-বেপর্দা সম্পর্কিত ধর্মীয় নির্দেশনা" হতে সংকলিত ইসলামী পর্দার অপরিহার্যতা সম্পর্কে এক মূল্যবান আলোচনা।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী সম্প্রদায়কে অনর্থ, ফিতনা ফাসাদ থেকে সংযত রাখার জন্যে ও তাদেরকে ফিতনা ফাসাদের কারণ উপকরণাদির ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে নারীদের পর্দা ও তাদের গৃহা-ভ্যন্তরে অবস্থান প্রয়োজন সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করেন, এবং ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগের নারীদের মত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরাফেরা করা ও পর পুরুষের সাথে নারী কণ্ঠের স্বভাব সুলভ কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করা থেকে সতর্ক বা ভীতি প্রদর্শন করেন । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

প্রদান করেন। এবং ইসলাম পূর্ব অজ্ঞযুগের অনুরূপ পর পুরুষ সমীপে নিজেদের রূপ যৌবন প্রদর্শন করার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তা হচ্ছেঃ রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যেমন মাথা,মুখমন্ডল, ঘাড়, বক্ষ, হাত, পা ইত্যাদি পরপুরুষ সমীপে প্রকাশ করা, উন্মুক্ত রাখা, আবৃত না করা। কেননা তাতে সর্ববৃহৎ অনর্থ, ফাসাদ নিহিত ও পৌরুষদীপ্ত লোকের অন্তরে যিনা ব্যভিচারের মাধ্যমে উপায় অবলম্বনে প্রতিযোগিতা করার আলোড়ন সৃষ্টি করে। **লক্ষনীয়ঃ** যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলের পূণ্যবতী পুতঃপবিত্রা পরিপূর্ণ ঈমান বিশিষ্টা পত্নীগণকে এ সব অবাঞ্ছিত বস্তু থেকে সতর্ক করেন, তাহলে অন্যান্য নারীদেরকে তা থেকে সতর্ক করা এবং তাদের দ্বারা ফিতনা ফাসাদের কারণ উপকরণ সংঘটিত হওয়ার আশংকা করা অগ্রগণ্যভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ আমাকে আপনাকে এবং সমগ্র উম্মতকে ফিতনা ফাসাদের বিভ্রান্তি স্থান থেকে রক্ষা করেন। আমীন! এবং এ আয়াতে বর্ণিত বিধান নবী পত্নীগণ ও অন্যান্য নারীদের বেলায় সম-ভাবে প্রযোজ্য বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে ব্যধিগ্রস্থ অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা, কু-বাসনা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বল। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, ইসলাম পূর্ব মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না,সালাত (নামাজ) সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর" । (সূরা আহ্যাব- ৩২)

অত্র আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীপত্নী ও উম্মত জননীগণ নারীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠা ও পুতঃপবিত্রা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি পরপুরুষের সাথে নারী কন্ঠের স্বভাব সুলভ কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। যাতে ব্যধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তাঁদের সাথে যিনা-ব্যভিচার কামনার কু-লালসা না করে এবং এ কল্পনাটুকুও না করে যে, তাঁরা তাদের সহিত কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছবেন। এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান প্রয়োজন সংক্রান্ত নির্দেশ

"তোমরা সালাত (নামাজ) সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর"। (সূরা আহ্‌যাব-৩৩) কারণ এ তিনটি হিদায়াত নবীপত্নীগণের জন্যে নির্দিষ্ট নয় বরং সমগ্র নারী জাতীর জন্যে এগুলো ব্যাপক বিধান।(বাকী থাকে পর্দা সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী হিদায়াতদ্বয়। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে তা কেবল নবীপত্নীগণের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বরং মুসলিম নারীকুলের প্রতিও একই বিধান (হুকুম) প্রযোজ্য।

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীগণের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ"। (সূরা আহযাব - ৫৩)

এ আয়াতে নারীদের জন্যে পরপুরুষ সমীপে পর্দার অপরিহার্যতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এবং পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রনা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইংগিত দিচ্ছেন যে,

নগ্নতা ও পর্দাহীনতা হচ্ছে নোংরামী ও অপ-বিত্রতা আর পর্দার অন্তরালে থাকা হচ্ছে প্রশান্তি ও পবিত্রতা ।

হে মুসলিম জাতী! আল্লাহ কর্তৃক শিষ্টাচারে শিষ্টাচারী হও, আল্লাহর বিধানের অনুকরন কর এবং তোমাদের নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকতে বাধ্য কর যা হচ্ছে পবিত্রতার কারণ এবং প্রশান্তি ও পরিত্রাণের মাধ্যম বা উপায় । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِیْ
لَا یَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ
ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِیْنَةٍ ؕ وَاَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ
خَیْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۶۰﴾

"বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখেনা যদি তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্যে দোষ নেই । তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" । (সূরা নূর- ৬০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষনা দিচ্ছেন যে, বৃদ্ধা নারী যে বিয়ের আশা রাখে না, যার প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করেনা এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, যদি সে সৌন্দর্য প্রদর্শন

না করে তাহলে তার জন্যে পরপুরুষ সমীপে মুখমন্ডল ও হাত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে বা সেগুলো খুলতে পারবে। তাতে কোন দোষ নেই।

এতে প্রতীয়মান হল যে, সাজ-সজ্জা করতঃ সৌন্দর্য প্রদর্শন কারিনী বৃদ্ধা নারীর জন্যেও মুখমন্ডল, হাত ইত্যাদি পর পুরুষের সামনে খোলা রাখা বৈধ বা জায়েজ নয়।

(ক) কেননা প্রত্যেক পতিত বস্তুর জন্যে আরোহনকারী রয়েছে,

(খ) নারীর রূপ-যৌবন প্রদর্শন করে থৈ থৈ করে ঘুরা ফেরার ন্যায় অবাঞ্চিত কাজটি সাজ-সজ্জা করতঃ সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিনীকে ফিতনা অনাচারের প্রতি ধাবিত করে। যদিও রূপ যৌবন প্রদর্শন কারিনী বৃদ্ধা নারী হোক না কেন। একটু চিন্তা করুন। তাহলে তরুনী রূপশী মানব হৃদয়হরণকারিনী যদি সাজ-সজ্জা করতঃ রূপ যৌবন প্রদর্শন করে পৌরুষদীপ্ত যুবক সমীপে ঘুরে বেড়ায় তখনকার অবস্থাটা কেমন হবে? বলাবাহুল্য নিঃসংশয়ে যুবতী সুন্দরী নারীর মহাপাপ ও মারাত্বক জঘন্য অপরাধ এবং তাকে কেন্দ্র করে সর্ববৃহৎ ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বৃদ্ধা নারীর বেলায় শর্তারোপ করেছেন যে, সে বিয়ের আশা রাখেনা, তা এজন্যে যে স্বামীর অন্তরে

লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করার জন্যে তার বিয়ের আশা থাকার ন্যায় মনোভাবটি তাকে সুসজ্জিতা করন ও সাজ-সজ্জা করতঃ রূপ যৌবন প্রদর্শন করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। তাই বিয়ের আশান্বিতা বৃদ্ধা মহিলা ও নারী কূলকে ফিতনা অনাচার থেকে সংযত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সাজ-সজ্জার স্থান (মুখমন্ডল, হাত ইত্যাদি) হতে বস্ত্র খুলে রাখার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

পরিশেষে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বৃদ্ধা নারীকে (আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তাধীনে বস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও) তা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, সে যদি পর পুরুষ সমীপে আসতে পুরাপুরী বিরত থাকে তবে তা তার জন্যে উত্তম।

এতে প্রতীয়মান হল যে, নারীকুল পর্দার অন্তরালে থাকা এবং বস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গ শরীর আবৃত করতঃ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বস্ত্র খুলে রাখার চাইতে অত্যাধিক শ্রেয়ঃ ও উত্তম। যদিও নারী বৃদ্ধা হোক না কেন। আর তরুনী যুবতীদের জন্যে পর্দার অন্তরালে থাকা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা অগ্রগণ্য ভাবে অপরিহার্য হবে। এবং তা তাদের জন্যে ফিতনা অনা-

চারের কারণ উপকরণ থেকে দূরে থাকার মহৎ উপায় হবে।

আর এতে সুস্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হল যে, নারীকুলের জন্যে দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ যৌবন প্রদর্শন করে ঘুরা ফেরা করা হারাম ও অবৈধ।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান যুগের মহিলারা সাজ-সজ্জার স্থান (তথা মুখ মন্ডল, হাত, ঘাড়, বক্ষদেশ, পা ইত্যাদি) প্রকাশ করতে ও দেহ সৌষ্ঠব রূপ-যৌবন প্রদর্শনে যে, সীমাতিরিক্ত শিথিলতা অবলম্বন করছে, এতে অনাচার ব্যভিচার,ফিতনা,ফাসাদের প্রতি ধাবিত করে এমন উপায় উপকরণের ছিদ্রপথ বন্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। (আল্লাহ আমাকে আপনাকে এবং সমগ্র উম্মতকে আল্লাহ ভীতি ও পরকালীন চিন্তার ন্যায় অমূল্য সম্পদ দান করে ফিতনা ফাসাদের উপায় উপকরণ থেকে যথাযথ ভাবে সংযত থাকার তাওফীক দান করেন।)

আমীন॥

পর্দা কেন?
-অনুবাদক

পর্দার মৌলিক ছয়টি স্তম্ভ, যার ভিত্তিতে পর্দার অপরিহার্যতা সাব্যস্ত হয়, তা হচ্ছেঃ-

(১) **الإيمان** আল-ঈমানঃ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি সন্নিবেশিত বিধি-বিধানে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যার সাথে সাথে মানব অন্তরে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপত্তি হয় যেই শক্তি মানবের সর্বাঙ্গকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত আনুগত্যের বিধানানুসারে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। সোজা কথায় আল্লাহ ও রাসূলের মনোনীত আইন-কানূন মেনে নেয়া।

(২) **العفة** আল-ইফ্‌ফাতঃ সতীত্ব সংরক্ষণ, নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখা।

(৩) **الفطرة** আল-ফিত্‌রাত।

(৪) **الحياء** আল-হায়াঃ লজ্জাশীলতা।

(৫) **الطهارة** আত-তাহারাতঃ আত্মার পবিত্রতা।

(৬) **الغيرة** আল-গায়রাতঃ শালীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ।

* **আল-ঈমানঃ** পর্দার পদ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত আইন-কানূনের আনুগত্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের প্রতি তাঁর আনুগত্যকে বাঞ্ছনীয় করে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যের অপরিহার্যতা ঘোষনা করে বলেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হয়"। (সূরা আহ্যাব-৩৬)
আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

"তোমার সৃষ্টিকর্তার শপথ, তারা কিছুতেই মুমিন হতে পারেনা যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ কলহে তোমাকে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে"। (সূরা নিসা- ৬৫)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেনঃ

لايؤمن أُحدكم حتي يكون هواه تبعاً لما جئت به

"তোমাদের মধ্যে কেউই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মন আমার উপস্থাপিত আদর্শের বশ্যতা ও অধীনতা স্বীকার করে নেবে"। (আল-হাদীস)

আল্লাহ তাআলা পর্দার অপরিহার্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا
فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"আপনি মুমিনদেরকে বলেদিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং গুপ্তাঙ্গ সংযত রাখে সংযত রাখে, এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম নীতি। নিশ্চয় আল্লাহ (রাব্বুল আলামীন) তাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।

মুমিন নারী সম্প্রদায়কে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিম্নগামী রাখে তাদের যৌনাঙ্গের হেফযত করে আর তারা যেন যা সাধারণতঃ

বিকাশমান তা ছাড়া তাদের অন্যান্য সাজ-সজ্জার স্থান প্রকাশ না করে এবং তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে"।
(নূর - ৩০, ৩১)
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষনা করেনঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর ইসলাম পূর্ব মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না"। (সূরা আহ্‌যাব-৩৩)
আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

"তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীগণের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে এটাই তোমাদের আর তাদের অন্তরের জন্যে অধি-কতর পবিত্রতার কারণ"। (সূরা আহ্‌যাব-৫৩)
মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের ক্রিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়"। (সূরা আহ্‌যাব-৫৯)
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

المرأة عورة

"নারীর সর্বাঙ্গই সতর-অঙ্গ"। (গোপনীয় বস্তু, কাজেই নারীদেহ সম্পূর্ণটাই ঢেকে রাখা অপরিহার্য, অবশ্য কর্তব্য।)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, নারীর জন্যে কোন অবস্থাতে আবাস গৃহ থেকে বের হয়ে লোক চক্ষুর সামনে স্বীয় রূপ-সৌন্দর্য, যৌবন প্রদর্শন করা বৈধ নয় বরং তা সন্দেহাতীত হারাম।

লক্ষনীয়ঃ যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলের পূণ্যবতী, পুতঃ পবিত্রা, পরিপূর্ণ ঈমান বিশিষ্টা পত্নীগণকে এসব অবাঞ্ছিত বস্তু থেকে সতর্ক করেন, তাহলে অন্যান্য নারীদের বেলায় কিরূপ বিধান (হুকুম) প্রযোজ্য হতে পারে?

* **আল-ইফ্‌ফাতঃ** নৈতিক পবিত্রতা, সতীত্ব সংরক্ষণ।
মহান রাব্বুল আলামীন রমনীর জন্যে পর্দার বাঞ্ছনীয় ও নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখার ঘোষনা দিয়ে বলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

"হে নবী! আপনার পত্নী, কন্যা এবং অন্যান্য মুমিনগণের নারীগণকে বলেদিন, তারা যেন স্ব স্ব চাদরগুলি নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর (মাথা থেকে) নিম্ন দিকে ঝুলিয়ে রাখে, এতে শীঘ্রই তারা পরিচিত হবে, ফলতঃ তারা নির্যাতিত হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়"। (সূরা আহ্যাব-৫৯)

আলোচ্য আয়াতের আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

(ক) নারীকুলকে পূর্ণ পর্দার আওতাধীন থাকার বিধান (হুকুম) প্রদানে প্রতীয়মান হল যে, সে হারাম, অবৈধ ও ফেরেঙ্গি আচরণ বর্জন করতঃ নৈতিক পবিত্রতায় সজ্জিতা ও অশ্লীল কর্মে পতিত হওয়া থেকে আত্মাকে পুতঃপবিত্র ও নিরাপদ দানে সদয় হওয়া (ধর্মীয়) নৈতিক দায়িত্ব। যাতে পাপাচারী ও লম্পটদের খপ্পরে পতিত হয়ে উত্যক্তের সম্মুখীন না হয়।

হ্যাঁ বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখে না। ফেতনা ফাসাদ ও অশ্লীলতায় পতিত হওয়ার ও

আশংকা থাকে না। তাদের জন্যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যেসব অঙ্গ মাহ্‌রামের সামনে খোলা রাখা যায় গাইরে মাহ্‌রামের সামনে সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সে সাজ সজ্জা না করে।

পরিশেষে আরও বলা হয়েছে যে, যদি সে পরপুরুষ সমীপে আসতে পুরাপুরী বিরত থাকে তবে তা তার জন্যে উত্তম, বলুন তো? যুবতী কোমলমতী রমনীর কি হুকুম হতে পারে? যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ
لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

"বয়স্কা বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখেনা, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য বিকাশ না করে স্বীয় বস্ত্র খুলে রাখে। তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই। তবে এথেকে বিরত থাকা তাদের পক্ষে উত্তম, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা"।
(সূরা নূর-৬০)

*** আল-ফিতরাতঃ স্বভাবধর্ম প্রকৃতি ।**
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না"। (সূরা রুম-৩০)
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه

"প্রত্যেক নবজাত শিশু ফিৎরত তথা ইসলাম বা স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতার উপরই ভূমিষ্ট হয়, কিন্তু (অভ্যাসগত ভাবেই) তার পিতা-মাতা(বা ইসলাম বিরোধী

পরিবেশ) তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজ-কে পরিণত করে"। (আল-হাদীস)

আলোচ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীদের জন্যে পর্দাবলম্বন করা স্বভাব-ধর্ম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মা ও বোনেরা আজ তাদের স্বভা-বধর্ম পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের ফেরেঙ্গি আচরণকে নিজেদের জন্যে মনোনীত করে নিয়েছেন। অথচ মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে এজন্যে সৃষ্টি করেন নি।

সুতরাং মানব মন্ডলী বিশেষ করে নারী কুলের জন্যে এমন পথ বেছে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যে পথ তাকে স্বভাবধর্ম স্মরণ করিয়ে আল্লাহ ভীতি ও পরকালীন চিন্তার ন্যায় মহাসম্পদ লাভে উৎসাহিত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত জীবন যাপন করার দিশা দিবে।

*** আল-হায়াঃ** লজ্জাবোধ।

এ মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء

"প্রত্যেক দ্বীনের নৈতিক চরিত্র বিরজমান। আর ইসলামের নৈতিক চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা"। (আল-হাদীস)

তিনি আরও বলেনঃ

الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة

“লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের অন্যতম অঙ্গ, আর সকল ঈমানদার (প্রাথমিক পর্যায়ে হোক কিংবা শেষ পর্যায়ে হোক) জান্নাতবাসী”। (আল-হাদীস)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

الحياء والإيمان قرنا جميعا

“লজ্জাবোধ ও ঈমান হচ্ছে একসাথে মিলিত ভ্রু স্বরূপ,একটির অবর্তমানে অপরটির বিয়োগও অনিবার্য”।

উম্মত জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ যে রুমে রাসূলের সাথে সহগামী হয়ে আমার আব্বাজান (আবু বকর) প্রোথিত হন, সে রুমে আমি প্রবেশ করে আমার পরিহিত বস্ত্র খুলে রাখতে কোন রকম সংকোচ মনে করতাম না, কারণ সেখানে একজন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী (রাসূল) অপরজন আমার শ্রদ্ধাভাজন আব্বাজানই ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁদের সাথে (ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা) ওমরকে (রাঃ) দাফন করা হল তখন থেকে প্রয়োজন বশতঃ সেই রুমে প্রবেশকালীন বস্ত্র দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ শরীরকে ঢেকে প্রবেশ করতাম।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হল আরও বুঝাগেল যে, উম্মত জননী হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রশংসনীয় আচরণ ছিল যে, পরপুরুষ মৃত ওমরের সমাধি সমীপেও তিনি পর্দা করতেন। এতে প্রাণিধানযোগ্য যে, নৈতিকতা বিধ্বংসী শয়তানের ছেলা-লম্পট-দের সামনে পর্দার কতটুকু প্রয়োজন হতে পারে?

*** আত-ত্বাহারাতঃ** পবিত্রতা।

এমর্মে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীগণের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে, এটা তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ"। (সূরা আহ্‌যাব- ৫৩)

এ আয়াতে মানব অন্তরের পবিত্রতার কারণ উপকরণ পর্দাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা চোখের দ্বারা কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ছাড়া সে বস্তু সম্পর্কে অন্তরে কোন রকম জল্পনা-কল্পনা চিন্তা-ভাবনা বা কোন প্রকার প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না, যখনই দর্শন করে তখন থেকে ফিতনা-অনাচারের মাধ্যম-উপায়াদি ধারাবা-

হিক ভাবে হাছিল করে শেষ পর্যন্ত ধর্ষণ সংঘটিত হয়। এতে প্রতীয়মান হল যে নারী-কুলের জন্যে পাপাচারীর খপ্পর থেকে বেচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্দাবলম্বন করা। কারণ ধর্ষণের মূলে দর্শনই দায়ী। আল্লাহ আরও গুরুত্ব সহকারে বলেনঃ

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করো না, ফলে যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে সে কু-বাসনা করে"। (সূরা আহ্যাব-৩২)

*** আল-গায়রতঃ** শালীনতা-আত্মমর্যদা।
নারীর জন্যে শালীনতা যেহেতু তার মান-মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত, তাই তার শালীনতা হানিকর যেকোন আচরণই তার মানহানির নামান্তর। সুস্থ্য বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তার স্ত্রী ও কন্যার প্রতি অপর কোন ব্যক্তির কামুক দৃষ্টিতে কখনও রাজী হবে না। তা হলে সে অন্যের স্ত্রী কন্যাও বোনের প্রতি কিভাবে কামুক দৃষ্টিপাত করবে? ইসলাম পূর্ব মুর্খতা যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রী কন্যা ও বোনদের ইজ্জত, সম্মান, মান-মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তারা পার-স্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হত। সাহাবীয়ে রাসূল

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) এর বাচনিক রয়েছে যে, আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের নারীগণ নাকি অনারবী পুরুষদের সাথে ভীড় করে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে এতে কি তোমরা আত্মমর্যাদা বোধ কর না? কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে অসভ্যতার মোহে পড়ে যারা বিকৃত ধ্যান-ধারনা রাখে তারা শুধু তখনই কোন নারীর মানহানি হয়েছে বলে মনে করে যখন সে কোন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। কিন্তু আল্লাহর বিধানে এটা হচ্ছে নারীর মান হানির চুড়ান্ত পর্যায়। এর পূর্বে নারীর শালীনতা বিনষ্ট হওয়ার আরও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সাধা-রণতঃ সে সব পর্যায় অতিক্রম করার পরই নারী কোন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ে অপমানিতা হয়ে থাকে। কোন নারীকে পর পুরুষ শুধু যৌন সঙ্গমে উপভোগ করলেই তার অপমান হয় না। কামুক দৃষ্টিতে উপভোগ করলেও অপমান হয়। নারী পুরুষের সমান অধিকার শ্লোগানটা পাশ্চাত্যবাদীদের একটা মারাত্মক প্রতা-রণামূলক শ্লোগান। যখন থেকে সমান অধিকারের নামে নারীরা স্বার্থবাদী, ভোগবাদী, কুচক্রী পুরুষের চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ে বেপর্দা অবস্থায় চলা-ফেরা মেলামেশা করে তাদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হল। তখন থেকেই শুরু হয় সারা

বিশ্বে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ, সে আর্তনাদ হচ্ছে নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, নারী পাচার ও নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার অভিশাপ থেকে মুক্তি চাই।
সমান অধিকারের নামে সর্ব প্রথম পাশ্চাত্যের আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে নারী পুরুষের সহ অবস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয় সহ শিক্ষার মাধ্যমে। তারপর পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত সমাজে নারীকে পুরুষ কর্তৃক যেখানে সেখানে যখন তখন যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করার পরিবেশ তৈরী করা হয়। এর অনিবার্য পরিণতিতে আজ শিক্ষাঙ্গন সহ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব যৌন অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যে সকল কিশোরী তরুণী ও যুবতী রমনী যথায় তথায় ধর্ষিতা হয়ে হাসপাতাল অথবা আদালতের শরনাপন্ন হচ্ছে তাদের সিংহভাগই কি পর্দা লংঘনকারীনী নয়? তাদের আর্তনাদের ভাষায় কি আজ দেশের পত্র-পত্রিকার পাতা গুলো কলুষিত নয়? এখনও কি তাদের শুভবুদ্ধি উদয় হবার সময় আসেনি?
লক্ষনীয়ঃ সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা এবং সহ-শিক্ষার দিকে আহবায়ক ব্যক্তিবর্গ ঃ

আমরা যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকি এবং তাঁরই প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত বিধি-বিধানকে অবশ্যই বিনা দ্বিধায় মস্তক অবনত করে হৃষ্টচিত্তে মেনে চলতে হবে। কেননা কোন মুমিন পুরুষ হোক বা নারী হোক সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও রাসূলের আইন অমান্য করে অন্য কোন মানব রচিত মতবাদ গ্রহণ করবে। কেননা ভৃত্য (চাকর) মনীবের মনোনীত রীতি নীতির বিকল্প পথে চললে সে চাকরকে বলা হয় ধোকাবাজ বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, এতে যখন আপনারা ঐক্যমতে পৌছেছেন। তাহলে আমাদের উচিৎ, সহ শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যদি তা না হয় তাহলে শিক্ষাঙ্গন তথা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পর্দার বিধান চালু করা অপরিহার্য। এমনকি ছাত্রীদের জন্যে ছাত্রদের সাথে একই টেবিলে বসা ও শিক্ষক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকের সম্মুখে বসা নৈতিকতা বিরোধী আচরণ। মন্দের ভাল হবে, যা অভিভাবকদের নৈতিক দায়িত্ব ও বটে, তাহচ্ছেঃ সাবালিকা বা সাবা-লিকা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের মেয়েদেরকে বালিকা স্কুলে শিক্ষাদান করানো। স্মরণীয়ঃ

শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের, অতঃপর বস্তুগত শিক্ষা। সুতরাং একজন মুসলিম মহিলার জন্যে বস্তুগত শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে হাইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রী লাভ করে উচ্চ শিক্ষিতা হওয়া অনর্থক, কেননা প্রত্যেক মানব শিশুকে যেহেতু গর্ভে ধারণের দায়িত্বটা একচেটিয়া ভাবে নারীকেই পালন করতে হয়, তাই রোজগারের জন্যে পরিশ্রম করার দায়িত্বটা একচেটিয়া ভাবে পুরুষকে পালন করার বিধান দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ কাজেই নারীকে বস্তুগত শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিতা হিসেবে গড়ে তোলা জরুরী নয়। ভাল চাকুরী পাওয়ার জন্যেই তো উচ্চ শিক্ষা লাভ করা হয়।
হ্যাঁ মুসলিম সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে নারীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করানো এবং এজন্যে গ্রামে-গঞ্জে বালিকা ইসলামী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করা, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের তৎপরতা তেমন নেই যেমন থাকার প্রয়োজন ছিল, আর নচেৎ বর্তমানে মহিলাদের জন্যে বস্তুগত শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষাই যথেষ্ট মনে করা উচিত।

আজ সহশিক্ষার কারণে পরপুরুষের সাথে আকর্ষণীয় বাক্যালাপ চিঠি-পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে যৌন সম্পর্কীয় প্রেমালাপ করার

মাধ্যমে পাঠশালা ও মানব সভ্যতার কেন্দ্রগুলো যৌন অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আর ব্যাপকভাবে সমান অধিকারের নামে কর্মশালা, অফিস আদালতে নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সুযোগ থাকার ফলে রাষ্ট্রের উন্নতির পরিবর্তে রাষ্ট্র অবনতির শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী পত্নী ও উম্মত জননীগণ নারীকুলের সর্বশ্রেষ্টা ও পুতঃপবিত্রা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি পরপুরুষের সাথে নারী কন্ঠের স্বভাব সূলভ কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তাঁদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করে বলেনঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর এবং (ইসলাম পূর্ব) মুর্খতা যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না।" (আহ্যাব-৩৩)

কাজেই মহিলারা পর্দার অন্তরালে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ নারী শালীনতা বজায় রেখে সাবালিকা হওয়ার পূর্বেই প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে দ্বীনে ইসলামের উপর বিশ্বাসগত ও কর্মগত ভাবে অবিচল থাকাই অপরিহার্য,এটাই তার জন্যে ইহকালীন

শাস্তি ও পরকালীন কঠোর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

আল্লাহ আমাকে আপনাকে এবং সমগ্র উম্মত কে আল্লাহ ভীতি ও পর- কালীন চিন্তার ন্যায় অমূল্য সম্পদ দান করতঃ ফিতনা ফাসাদের মাধ্যম উপায়াদি থেকে যথাযথ ভাবে সংযত থাকার তাওফীক দান করুন।

আমীন॥

رسالـــة فــي الحجـــاب

تاليف

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

تَرجَمَهُ للبنغالية

ميزان الرحمن أبو الحسين فنوي